ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 17 August, 2020 ■ আগরতলা, ১৭ আগষ্ট, ২০২০ ইং ■ ৩২ শ্রাবণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

লালকেল্লায় ৭৪তম স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে

করোনা বিপত্তি ঠিকই, তবে আত্মনির্ভর ভারতের পথে অন্তরায় নয় : মোদী

নয়াদিল্লি, ১৫ আগস্ট (হি.স.)।। স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে ভারতকে আত্মনির্ভর করে তোলার উপরই সর্বাধিক জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, করোনাভাইরাস বড় বিপত্তি ঠিকই, তবে আত্মনির্ভর ভারতের পথে অন্তরায় হতে পারে না। এদিন অন্যান্য বহু বিষয়ে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, বিস্তারবাদীরা নিজেদের পতাকা তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন বিশ্বের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সারা বিশ্বে স্বাধীনতার ঢেউ উঠেছিল। বিস্তারবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল ভারত।

তাঁর কথায়, লালকেল্লা থেকে আত্মনির্ভর ভারতের ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বললেন. 'দেশের উপর আমার উপর বিশ্বাস আছে। দেশের যুবপ্রজন্ম, মহিলা, সবার উপর বিশ্বাস আছে। আর ইতিহাস সাক্ষী আছে, ভারত যা একবার ভেবে নেয়, তাই করে।'

তাঁর দাবি, গত বছর প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের (এফডিআই) সব রেকর্ড ভেঙেচুরে গিয়েছে। রেকর্ড তৈরি হয়েছে। ১৮ শতাংশ বিনিয়োগ বেড়েছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র সঙ্গে 'মেক ফর ওয়ার্ল্ড' হবে এবার।

প্রধানমন্ত্রী চাইছেন, স্বাধীন ভারতের মানসিকতা হওয়া উচিত ''ভোকাল ফর লোকাল''। আমাদের স্থানীয় পণ্যের প্রশংসা করতে হবে। যদি আমরা সেটা না করি, তাহলে আরও ভালো করার সুযোগ পাব না আমরা এবং উৎসাহী হব না।

সাথে তিনি যোগ করেন, আমদানি হ্রাস করার বিষয়ও ছাপিয়ে যেতে হবে আমাদের। উদ্ভাবনের দিকে নজর দিতে হবে আমাদের।

তিনি বলেন, গত বছর এখান থেকে 'জল জীবন মিশন'-এর ঘোষণা করেছিলেন। এবছর গর্ববোধ করছি। আপাতত প্রতিদিন আমরা এক লাখ পরিবারের কাছে পাইপ জল পৌঁছে দিতে পারছি। দু''কোটি পরিবারের কাছে জল পৌঁছে দেওয়া গিয়েছে।

তাঁর দাবি, আত্মনির্ভর ভারতের অগ্রাধিকার হল আত্মনির্ভর কৃষি এবং আত্মনির্ভর চাষি। দেশের চাষিদের আধুনিক পরিকাঠামোর সুবিধা দেওয়ার জন্য এল লাখ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে আরও চারজনের মৃত্যু, করোনায় দুদিনে নিহতের সংখ্যা ৯, নতুন আক্রান্ত ২৭০ জন

আগরতলা, ১৬ আগস্ট (হি.স.)।। আজ রবিবার ৪ জনের করোনা সংক্রমণে মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত ৫৯ জনের মৃত্যু হয়েছে করোনা সংক্রমণে। শুধু দুদিনে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিষয়টি খুবই উদ্বেগের বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে, আজ নতুন করে ১৪৩ জন করোনা সংক্রমিত সহ দুই দিনে ২৭০ জন আক্রান্ত হয়েছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, আজ করোনা আক্রান্ত ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাতে দুই দিনে ত্রিপুরায় ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ৫২ ও ৫১ বছর বয়সি দুজন, সিপাহিজলার ৬৪ ও ৫২ বছর বয়সি দুজন এবং গোমতি জেলার ৩৬ বছর বয়সি একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর মিলেছে। এদিকে, আজ করোনায় মৃত চারজনের মধ্যে পশ্চিম জেলায় ২ জন এবং গোমতী ও খোয়াই জেলায় ১ করে আক্রান্ত রয়েছেন। ত্রিপুরায় নবজাতকের করোনা সংক্রমণে মৃত্যু ছাড়া গোমতি জেলায় সর্বকনিষ্ঠের ওই ভাইরাসের সংক্রমণে মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে, সচিবালয়ে করোনা থাবা বসিয়েছে। আইনসচিব এবং উপ আইনসচিব করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বলে সূত্র অনুসারে জানা গেছে। আইনসচিবের পরিবারের সদস্য করোনা আক্রান্ত হবে সূত্রের দাবি। এই ঘটনায় সচিবালয়ে আইন দপ্তর সীল করে দেওয়া হয়েছে। অন্য আধিকারীক ও কর্মচারীদের একান্তবাসে পাঠানো হয়েছে। তাদের নমুনা সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলছে।

এদিকে, শনিবার নতুন করে ১২৭ জন ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। ২,০৩১টি নমুনা পরীক্ষায় ওই সকল আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। স্বাস্থ্য দফতরের রিপোর্ট, ১,০৭৭টি অ্যান্টিজেন পরীক্ষায় ৭১ জনের এবং ৯৫৪টি আরটি-পিসিআর পরীক্ষায় ৫৬ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে স্বাস্থ্য দফতরের জেলাভিত্তিক তথ্য দেখা গেছে, উত্তর ত্রিপুরায় ১৭ জন, ঊনকোটি জেলায় ২৪ জন, ধলাই জেলায় ১ জন, খোয়াই জেলায় ৮ জন, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৫৪ জন, সিপাহিজলা জেলায় ২ জন, গোমতি জেলায় ১৭ জন এবং দক্ষিণ জেলায় ৪ জন রয়েছেন।

আজ ১৫৬২টি নমুনা পরীক্ষায় ১৪৩ জনের দেহে করোনা সংক্রমণ মিলেছে। স্বাস্থ্য দফতরের রিপোর্ট, ১১৫৯টি অ্যান্টিজেন পরীক্ষায় ৮৩ জনের এবং ৬৪৭টি আরটি-পিসিআর পরীক্ষায় ৬০ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে স্বাস্থ্য দফতরের জেলাভিত্তিক তথ্য দেখা গেছে, উত্তর ত্রিপুরায় ২৬ জন,

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৯ ও ২০ আগস্ট রাজ্যে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস সতর্কতা জারি

আগরতলা, ১৬ আগস্ট (হি.স.) ।। ত্রিপুরায় ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। আগামী ১৯ এবং ২০ আগস্ট ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস মিলেছে।

রবিবার আবহাওয়া দফতর এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরে আপেক্ষিক আর্দতার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় ত্রিপুরায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তাই আগামী ১৯ ও ২০ আগস্ট ভারী বৃষ্টিপাত হবে বলে পূর্বাভাস পাওয়া গেছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ওই দুই দিন ত্রিপুরার সমস্ত জেলার অধিকাংশ স্থানে বৃষ্টিপাত হবে এবং দুয়েকটি স্থানে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। সে মোতাবেক সকলকে সতর্কতা হিসেবে সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে রাখার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

করোনা-প্রকোপের মধ্যে প্রকৃতির রুদ্র রূপ স্বাভাবিকভাবে জনজীবনকে দারুণ প্রভাবিত করবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। ফলে, করোনা-র আবহে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে হবে প্রশাসনকে।

দ্বিতীয় প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীকে

আগরতলা, ১৬ আগস্ট (হি.স.)।। ত্রিপুরায় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হযেছে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন অটলবিহারী বাজপেয়ীকে। আজ তাঁর দ্বিতীয় প্রয়াণ দিবসে সারা ত্রিপুরায বিজেপি-র পার্টি অফিসগুলিতে দলীয় কর্মীরা তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এক টুইট বার্তায় প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

টুইটে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মূল্য এবং আদর্শের উপর নির্ভর করে নিজের রাজনীতি দিয়ে ভারতবর্ষের বিকাশ এবং সুশাসনের যুগের সূচনা করেছেন যিনি তিনি সবার প্রিয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন আদরণীয় অটলবিহারী বাজপেয়ীজি। আজ তাঁর প্রয়ান দিবসে জানাই কোটি কোটি প্রণাম। সাথে মুখ্যমন্ত্রী যোগ করেন, শুধুমাত্র ভারতবাসীদের জন্য নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, অসংখ্য মানুষের কাছেও যিনি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শাসক জোটে ফাটল ধরাতে ক্ষমতাচ্যুতরা ষড়যন্ত্র শুরু করেছে

বিস্ফোরক বিজেপি ও আইপিএফটি নেতৃবৃন্দ

আগরতলা, ১৬ আগস্ট (হি.স.)।। শাসক জোটে চিড় ধরিয়ে ত্রিপুরায় শান্তির পরিবেশ নষ্ট করার ষড়যন্ত্রে নেমেছে বিরোধীরা। তৈদু-তে সংগঠিত বিজেপি-আইপিএফটি সংঘর্ষকে ঘিরে দুই দলের নেতৃবৃন্দ বিরোধীদের নিশানা করে সুর চড়িয়েছেন। অবশ্য ওই ঘটনায় আইপিএফটি থানায় বিজেপি-র ১২ জন কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েছে করেছে। পাল্টা বিজেপিও আইপিএফটি-র বিরুদ্ধে এফআইআর করেছে, জানিয়েছেন গোমতির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার।

বাজার কমিটি পুনর্গঠন নিয়ে গোমতি জেলার তৈদু এলাকায় শনিবার উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। দুই দলের সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছিলেন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় গিয়ে তৈদু মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং একজন সব-ইন্সপেক্টরও আহত হয়েছেন। এ-বিষয়ে গোমতির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বলেন, তৈদু বাজার কমিটিতে সদস্য রদবদল নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। তাতে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। তবে পুলিশের হস্তক্ষেপে এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তাঁর কথায়, সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে তৈদু মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং তৈদু থানার এক সাব-ইন্সপেক্টর আহত হয়েছেন। তবে এখন এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, ওই ঘটনায় দুই গোষ্ঠী থানায় এফআইআর করেছে।

এদিকে, আইপিএফটি-র সহ-সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেববর্মা ওই সংঘর্ষের ঘটনায় বিরোধী দলের ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে দাবি করেছেন। তিনি বলেন, তৈদু বাজার কমিটি আইপিএফটি কর্মীরা পরিচালনা করছেন। কিন্তু বিজেপি ওই কমিটি বদল করে নিজেরা পরিচালনা করতে চাইছে। সে মোতাবেক তারা হাটবার পরিবর্তন করতে চাইছেন। তাঁর কথায়, তৈদু বাজারে হাটবার বসে মঙ্গল ও শুক্রবার। বিজেপি ওই দিনক্ষণ পরিবর্তন করে মঙ্গল ও শনিবার করতে চাইছে। কিন্তু তাতে স্থানীয়দের আপত্তি রয়েছে। তিনি বলেন, আইপিএফটি কর্মীদের না ডেকে বিজেপি নিজেদের মতো কমিটি বদলের বৈঠকে নতুন হাটবার নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাতে, শুধু রচনা কলই আমন্ত্রিত ছিলেন। কিন্তু, বৈঠকে মতবিরোধ দেখা দেয় এবং রচনা কলই সহ অন্যান্যরা বেরিয়ে যান। তাতেই দেখা দেয় বিপত্তি।

মঙ্গলের দাবি, বিজেপি কর্মীরা নিজেদের পার্টি অফিস থেকে আইপিএফটি কর্মীদের লক্ষ্য করে মদের বোতল, ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকেন। তাতে বেশ কয়েকজন আইপিএফটি কর্মী আহত হন। তখন আইপিএফটি কর্মীরাও পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। ফলে মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তিনি অভিযোগ এনে বলেন, পুলিশ পরিস্থিতির মোকাবিলায় আইপিএফটি-র দলীয় পতাকা এবং পার্টি অফিস ভাংচুর করেছে। মঙ্গল বলেন, ওই ঘটনায় অধিকাংশ বিজেপি কর্মীই সিপিএম দল থেকে এসেছেন। তারা এখন বিজেপি-তে যোগ দিয়ে শাসক জোটের সম্পর্কে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করছেন। তাঁর দাবি, রূপকুমার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফাঁসিতে আত্মঘাতী বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। আবারও ফাঁসিতে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার এক বৃদ্ধার। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন নেহালচন্দ্রনগরে। মৃতার নাম লক্ষ্মী রানি বিশ্বাস (৫৫), পরিবারের লোকজনরাই বাড়ির পার্শবর্তী রাবার বাগানে এই দেহ দেখতে পায়। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে সূচনা হল বিদ্যুতের প্রিপেইড মিটার

আগরতলা, ১৬ আগস্ট (হি.স.)।। আজ রবিবার থেকে ত্রিপুরায় বিদ্যুতের প্রিপেইড মিটারের সূচনা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে সারা ত্রিপুরায় নির্দিষ্ট কয়েকটি মহকুমায় ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ২২৮টি প্রিপেইড মিটার বসানো হবে। ইতিমধ্যে ১ লক্ষ মিটার বসানো হয়ে গেছে। আজ বিদ্যুৎমন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা প্রিপেইড মিটারের সূচনা করেছেন।

এ-বিষয়ে তিনি বলেন, বহুদিন ধরে বিদ্যুতের প্রিপেইড মিটার চালু করার চেষ্টা হচ্ছিল। আজ তা সম্ভব হয়েছে। তাঁর কথায়, আপাতত ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ২২৮টি প্রিপেইড মিটার ক্রয় করা হয়েছে। ধীরে ধীরে সমগ্র ত্রিপুরায় প্রিপেড মিটার বসানো হবে।

উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রিপেইড মিটার বিদ্যুৎ চুরি কমাতে সহায়ক ভূমিকা নেবে। সাথে বকেয়া আদায়ের ঝামেলা থেকেও মুক্তি দেবে। তাঁর দাবি, গ্রাহকদের সুবিধায় প্রিপেইড মিটার চালু হয়েছে। কারণ, বিদ্যুৎ বিল মিটিয়ে দেওয়ার জন্য এখন আর গ্রাহকদের লাইনে দাঁড়াতে হবে না। তাছাড়া, বকেয়া বিলের পাহাড় না হলে, নিগম লাভের মুখ দেখবে। তাতে, পরিষেবা আরও উন্নত করা সম্ভব হবে।

উপমুখ্যমন্ত্রীর কথায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্লোগানে অনুপ্রাণিত হয়েই প্রিপেইড মিটারের পথে হেঁটেছি আমরা। তাতে, নিশ্চিতভাবে গ্রাহকদের উন্নত বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে।

প্রসঙ্গত, প্রিপেইড মিটার ব্যবহারকারী বিদ্যুৎ ভোক্তারা অগ্রিম টাকার বিনিময়ে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারবেন। খাতায় টাকা ফুরিয়ে গেলে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন হয়ে যাবে।

অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত সরকারকে পৌছে দেওয়ার প্রত্যয় মুখ্যমন্ত্রীর

পুলিশ পদক প্রদান করছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ আগস্ট।। রাজ্যে বর্তমান সরকার জনতার সরকার। সরকারের মুল অভিমুখই হচ্ছে একেবারে শেষ প্রান্তে বসবাসকারী মানুষের কাছে সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের সুফল পৌছে দেওয়া। সবকা সাথ, সবকা বিকাশ এবং সবকা বিশ্বাস এই সরকারের মূল মন্ত্র। গত ২৮ মাসে এই সরকারের প্রতিটি কাজকর্মে সেই লক্ষ্যেরই প্রতিফলন ঘটেছে এবং আগামীদিনেও সেই ধারা অব্যাহত থাকবে। আজ ৭৪তম স্বাধীনতা দিবসে আসাম রাইফেলস ময়দানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে একথা বলেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে মানুষের জীবনের সামগ্রিক মানোন্নয়নের দিকে। রাজ্যের পিছিয়েপড়া সকল অংশের জনগণের আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়ন, জনজাতিদের বিকাশ ও সুরক্ষা, স্বনির্ভর রাজ্য গড়ে তোলো, স্বচ্ছ প্রশাসন প্রদান, নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তোলো, মহিলাদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদান, আইনের সুযোগে সহজতর করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। সেই দিশাকে সামনে রেখে গত ২৮ মাস সময়কালে একগুচ্ছ পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত রূপায়িত হচ্ছে। সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে কৃষি ও কৃষকের উন্নতি, রাজ্যের বাঁশ, রাবার, চা ও পর্যটনকে কাজে লাগিয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা সৃষ্টি করা, মাছ চাষ, পশু পালন, রেশম চাষের মাধ্যমে রাজ্যের আর্থিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করা, যগোযগে ব্যবস্থার সার্বিক উন্নতির মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার। আত্মনির্ভর রাজ্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণও জারি রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী তার বক্তব্যে বর্তমান সরকারের কাজকর্মের বিভিন্ন খতিয়ান যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি সরকারের আগামী দিনের কাজের রূপরেখারও প্রতিফলন ঘটেছে। একাধিক নতুন প্রকল্প আজ তিনি ঘোষণা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্যে ওঠে এসেছে বর্তমান কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতির কথাও। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবছর এমন এক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দেশে স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হচ্ছে যা স্বাধীনতার পর আর কখনোই হয়নি। গোটা বিশ্ব আজ কোভিড- ১৯ অতিমারিজনিত পরিস্থির মধ্য দিয়ে চলছে। তিনি বলেন, রাজ্যে গত ২৭ জুলাই থেকে ২ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি স্বাস্থ্য সমীক্ষা এবং কোভিড সংক্রমণ সনাক্তকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রায় ১২ হাজার কর্মী এই বিশাল কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত ছিলেন। মাত্র ৭ দিনে ৯ লক্ষ ৫৬ হাজার পরিবারে সমীক্ষা করা হয়েছে। ত্রিপুরাই দেশের একমাত্র

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৬ আগস্ট।। নিজ গায়ে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী হলো এক যুবক। ঘটনা শনিবার খোয়াই থানাধীন লালছড়া ঘোষপাড়া এলাকায়। মৃত যুবকের নাম টোটন দাস, শনিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ নিজ ঘরে শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয় তিনি। বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা টের পাওয়ার আগেই ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তার।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় খোয়াই থানার পুলিশ, পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে নিয়ে আসে খোয়াই জেলা হাসপাতালের মর্গে। দুপুরে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ তুলে দেওয়া হয় তার পরিবারের হাতে, উল্লেখ্য ছয় বৎসর পূর্বে পেশায় রাজমিস্ত্রি টোটন দাস এর স্ত্রী একইভাবে আত্মঘাতী হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি একা হয়ে পড়ে। তাদের কোনো সন্তান-সন্ততি ছিল না। সম্প্রতি লকডাউন এর কারণে সে কর্মহীন হয়ে পড়ে। এবং বেশ কিছুদিন ধরেই সে মানসিক অবসাদে ভুগছিল। অবশেষে শনিবার গায়ে আগুন দিয়ে সে আত্মঘাতী হয়। খোয়াই থানার পুলিশ একটি ইউডি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

পুরাতন আগরতলায় মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। পুরানো আগরতলায় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। মৃত যুবকের নাম শম্ভু দাস। পেশায় বাদ্য বাদক। শুক্রবার রাতে বিয়ে বাড়িতে বাজনা বাজিয়ে বাড়িতে ফিরছিল। সেখান থেকে সে আর বাড়িতে ফিরে আসেনি। শনিবার সকালে পুরানো আগরতলায় তার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় লোকজনরা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এরপর আউটপোস্ট এর পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহটি পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ওই যুবক অত্যধিক মদ্যপান করত। আশঙ্কা করা হচ্ছে বিয়ে বাড়িতে অত্যধিক মদ্যপান করে বাড়ি ফেরার পথে সে রাস্তাতে লুটিয়ে পড়ে। মদ্যপানের ফলে তার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে এর পেছনে অন্য কোনো কারণ আত্মগোপন করে রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই এই মৃত্যু সম্পর্কে আসল তথ্য জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৮ ◻ সংখ্যা ৩০৩ ◻ ১৭ আগস্ট ২০২০ ইং ◻ ৩২ শ্রাবণ ◻ সোমবার ◻ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

শিল্প প্রসারে আইন বদল

ত্রিপুরায় শিল্প প্রসারে এইবার রাজ্য সরকার ফ্যাক্টরীজ আইনে সংশোধনী আনিবার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। রাজ্যে শিল্প গড়িলে উৎপাদন শুরুর দিন পর্যন্ত ফ্যাক্টরি আইনের কোনও নিয় মানিতে হইবে না। ইহার পরেও শ্রম আইন কার্যকর করা হইবে ২০ জনের বেশি শ্রমিক নিয়া তৈরি শিল্পে। বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়না এমন শিল্পের ক্ষেত্রে ২০ হইতে বাড়াইয়া ৪০ করা হইয়াছে। যেসব শিল্পে ১৯ জন পর্যন্ত শ্রমিক কাজ করেন তাহারা শ্রম আইনের কোনও সুবিধা পাইবেন না। শুক্রবার মহাকরণে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী জানান, রাজ্যে শিল্প আনিতে সরকারকে সমঝোতার পথেই হাটিতে হইয়াছে। তিনি দাবী করিয়াছেন বিজেপির জোট সরকার আসিবার পর রাজ্যের জিএসডিপি অনেক বেশি হইয়াছে। কৃষিতে রাজ্যে জিএসডিপি ২০৯৩০ কোটি ৫ লাখ। আর পরিষেবায় ২৫০৮১ কোটি ২৭ লাখ। বামফ্রন্ট সরকারের শেষ বছর মাথা পিছু আয় ছিল ১ লাখ ৩৭০ টাকা। বিজেপি জোট সরকারের আমলে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৩২ হাজার ১৪৫ টাকা। দেশের মধ্যে মাথা পিছু আয়ে ত্রিপুরা ষষ্ঠ স্থানে বলিয়াও দাবী করেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।

রাজ্যবাসীর স্বার্থেই তো আইন বা এ্যাক্ট। ত্রিপুরায় ফ্যাক্টরীজ এ্যান্ড ব্রয়লার অগানাইজেশন চালু হইলেও দীর্ঘ দিন তেমন সক্রিয় ছিল না। বিভিন্ন শিল্প, কারখানা গুলির ফ্যাক্টরীজ লাইসেন্স নেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষাই তাহার মূল লক্ষ্য। ফ্যাক্টরীজ আইন মোতাবেক প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি মানিতে হয়। দশ জন বা তাহার বেশি হইলে আইন মোতাবেক শ্রমিকদের বোনাস দেওয়া বাধ্যতামূলক। রাজ্যের বেশীর ভাগ ক্ষুদ্র শিল্পই রুগ্ন এবং আর্থিক দিক দিয়া দূর্বল। অথচ দশের অধিক শ্রমিক কাজ করেন এই রুগ্ন শিল্পতে। সেখানেই মরার উপর খাড়ার ঘা নামিয়া আসে। মালিক বোনাস না দেওয়ায় সংঘাত হয়। শ্রম অফিসে ছুটাছুটি হয়। মালিক হয়রান হন, এক সময় হয় শিল্পের ঝাঁপ বন্ধ করিয়া দেন নয়তো শ্রমিক ছাঁটাই করেন। বাম আমলের প্রথম দিকে শ্রমিক দৌরাত্ম রাজ্যবাসী দেখিয়াছে। সিপিএম এবং সিট্যু কোম্পানী এমন ভাব দেখাইতেন যে মালিক মানেই শোষক। শ্রমিকদের দিয়া আন্দোলন, দাবী আদায়ের লড়াইর নামে মালিক শোষণ চলিত। শ্রমিক দরদের নামে তখন চলিত রাজনীতি। আজ এই রাম আমলে কোথায় সেই বিপ্লবীরা? শ্রমিক নিয়া এত মাতামাতি এখন তো দেখা যায় না।

বামফ্রন্ট আমলে শ্রমিকদের নিয়া রাজনীতির তাগিদ যতখানি দেখাইয়াছে সিপিএম আমলে তাহার সামান্যও শিল্প প্রসারে উদ্যোগ ছিল না। যেখানে ছোট বড় শিল্প গড়িয়া উঠিত সেখানেই বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়া ঝাপাইয়া পড়িত শ্রমিকরা। মদত দিত সিট্যু নেতারা। আর তাহারই পরিণতি রাজ্যে শিল্পে অনগ্রসরতা। ছোট ছোট শিল্প তো প্রায় বন্ধ হইয়াই গিয়াছিল। আজও তাহারা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। রাজ্যে মুদ্রণ শিল্প তো এখন মুখ থুবরাইয়া পড়িয়াছে। যতই আধুনিক প্রযুক্তির অগ্রগমন ঘটিয়াছে ততই খান খান হইয়াছে ছোট শিল্প। এখনও এ রাজ্যে যে কয়টি মুদ্রণ শিল্প আছে তাহারাও ধুঁকিয়াছে। শুধু ছাপাখানা শিল্প নহে অন্যান্য মাঝারি শিল্পও মেরুদন্ড সোজা করিয়া আছে এমন বলিবার সুযোগ নাই। শিক্ষামন্ত্রী জানাইয়াছেন রাম আমলে রাজ্যে দুই শতাধিক নতুন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সব শিল্প গুলি বোধজংনগর শিল্প নগরীতে কি স্বস্তিতে আছে? বাম আমলেও তো সেখানে মাফিয়ারাজ চালু ছিল। মোটা টাকা দক্ষিনা না দিলে শিল্পের চাকা ঘুরিতে দেওয়া হয়না। এই অভিযোগ এই আমলেও আছে কিনা তাহাই বড় কথা। রাজ্যে শিল্প গড়িলেই হইবে না তাহাদের সুরক্ষা দেওয়া ঝুট ঝামেলা মুক্ত রাখা সরকারের দায়িত্ব। একথাও অনেক বেশি সত্যি যে, একশ্রেণীর শিল্পদ্যোগীরা রাজ্যে শিল্প গড়িয়া সরকারী সুযোগ সুবিধা নিয়া এক সময় চম্পট দেয়। তাহা রুখিতে হইবে। শিল্প উদ্যোগীদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইত কিন্তু এক সময় তাহা গুটাইয়া নেওয়া চলিবে না।

ত্রিপুরায় শিল্প করিবার ক্ষেত্রে বড় সমস্যা হইল শ্রমিক। ত্রিপুরায় এত এত বেকার আছে কিন্তু শিল্পে কাজ করিবার শ্রমিক পাওয়া কষ্ট। বিভিন্ন শিল্পে, এ রাজ্যে বহিরাজ্যের শ্রমিকের উপর নির্ভর করিতে হয়। ছাপাখানা শিল্প, মৃৎশিল্প প্রভৃতিতে বহিরাজ্যের প্রচুর শ্রমিক এ রাজ্যে কাজ করেন। আমাদের এ রাজ্যের এক শ্রেণীর যুবকরা কর্মবিমুখতার অভিশাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিল না। সরকারী চাকুরীই যেন তাহাদের ধ্যান জ্ঞান। এ রাজ্যে শিল্পের প্রসারে সব চাইতে বড় প্রয়োজন শ্রমিক। এই মুহূর্তে করোনা বিধ্বস্ত অবস্থায় নতুন কর্মসূচী নেওয়ার সময় না হইলে আইন বদলের কাজ কর্ম সরকার চালাইয়া যাইতেছে। এক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য একই পথের পথিক বলা যাইতে পারে।

কবি অটলবিহারী বাজপেয়ীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হল কাব্যাঞ্জলিতে

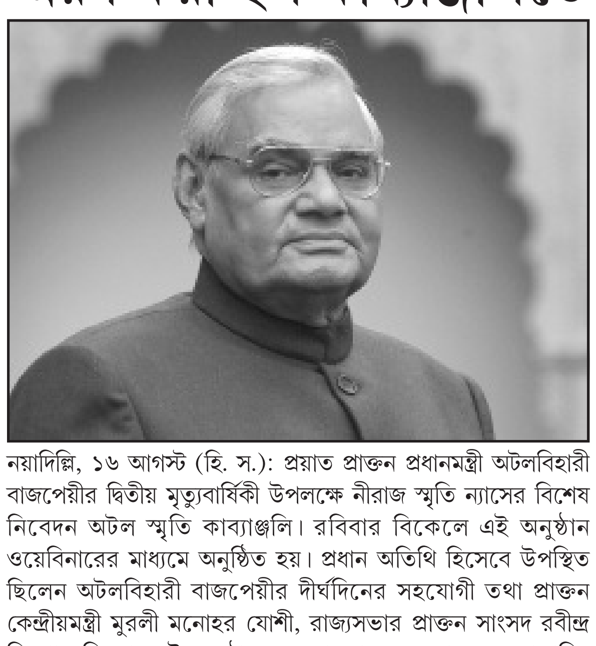

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট (হি. স.): প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে নীরাজ স্মৃতি ন্যাসের বিশেষ নিবেদন অটল স্মৃতি কাব্যাঞ্জলি। রবিবার বিকেলে এই অনুষ্ঠান ওয়েবিনারের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ীর দীর্ঘদিনের সহযোগী তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী মুরলী মনোহর যোশী, রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। এই অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন গজেন্দ্র সোলাঙ্কি। যেসব কবিগন নিজেদের কবিতার মধ্যে দিয়ে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানান তারা হলেন ড় কুম্বর বেচেইন, ড় বুদ্ধিনাথ মিশ্র, ড় বিষ্ণু সাক্সেনা, ড় সুরেশ অবস্থি, ড় সরিতা শর্মা, মনোবীর মধুর, কমলেশ শর্মা। গতবছর ভারতের একাধিক শহরে সাড়ম্বরে পালিত কাব্যাঞ্জলি। কিন্তু এবার করোনার কারণে ওয়েবিনারের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রত্যেক কবি নিজের কবিতা পাঠ করে কবি অটলবিহারী বাজপেয়ীকে স্মরণ করেন। তাদের কবিতার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানটি বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। কবিতার প্রত্যেকটি ছত্রে অনুষ্ঠান জীবন্ত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সকল কবিকে অনুপ্রাণিত এবং উৎসাহিত করেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করছেন বরিষ্ঠ সাংবাদিক তথা রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা নিজেই।

প্রসঙ্গত এদিন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্মরণে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মৃতিচারণ করেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।উল্লেখ্য রাজনীতিবিদ হওয়ার পাশাপাশি হিন্দি সাহিত্যের দক্ষ কবি ছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। এদিন তাকে কবিতার মাধ্যমে স্মরণ করা হবে।

মুক্তির মন্দির সোপানতলে.....

শান্তনু রায়

১৭৫৭ য় পলাশির আম্রকাননে এক অসম ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ যুদ্ধে বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা সূর্যের অস্তাচল যাত্রার যে সূচনা হয়েছিল বক্সারের যুদ্ধের ফলাফলে তা যেন সম্পূর্ণ হয়ে দীর্ঘ প্রায় দ্বিশত বৎসরের পরাধীনতা।

সেই স্বাধীনতা সূর্য যেন আবার উদিত হল আজ থেকে তিয়াত্তর বছর আগে খণ্ডিত এ ভারত ভূমিতে। ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে মধ্যরাতে লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের অধিকার অর্জনের ও রয়েছে পূর্ববর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ এক ইতিহাস। যা অনেক অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা, দুঃখ কষ্টে সম্পৃক্ত। কত বীর সন্তান জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য অনুভবে নিঃশেষে দিয়েছে প্রাণ প্রিয় দেশমাতার শৃঙ্খল মোচনে। তাঁদের আন্তরিক অনুভবে ছিল স্বার্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি, স্বদেশব্রতের মহান দীক্ষায় দীক্ষিত কত বিপ্লবীর রক্তে রাঙা এ অধ্যায়।

আর ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবাত্মক কর্মকাণ্ড যে ভারতভূমির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপ, আমেরিকা, দূরপ্রাচ্য, আফগানিস্তান, চিন, জাপান, বার্মা, মালয় এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত ছিল ভারতীয় বিপ্লবের ইতিহাস। এই বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে দেশে বিদেশে যুক্ত ছিলেন অনেকে, সংখ্যায় তেমন অধিক না হলেও কিছু বিদেশিনীও অসংখ্য স্বদেশিনী বঙ্গনারীর মত। এদের অনেকের নাম আজকের দিনে স্বপ্লশ্রুত হলেও স্বাধীনতা যজ্ঞের কর্মকাণ্ডে তাঁদের অবদান অসামান্য।

এ সকল মহীয়সী মহিলাদের কথা আলোচনা করতে গেলেই প্রথম যে নামটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সেই নাম ভগিনী নিবেদিতা ওরফে মার্গারেট নোবেল। স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যা এই সন্ন্যাসিনী বিপ্লবিনী আইরিশ বংশজাত। রবীন্দ্রনাথ যাকে ভূষিত করেছেন লোকমাতা অভিধায়। সাহিত্যিক বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের মূল্যায়নে-'মায়ের মমতা, আচার্যার উপলব্ধি, রাজনীতিকের কূটবুদ্ধি, সেনাধক্ষ্যার নির্মম নিয়মানুবর্তিতায় এই মহিয়সী নারী বাংলার বিপ্লব ও বিপ্লবীদের সুখে দুখে লালন করেছেন। অরবিন্দের বৈপ্লবিক জীবন ও তাঁর বৈপ্লবিক নেতৃত্বের পশ্চাতে ছিলেন এই নারী। তিনি বিদেশিনী হলেও ভারতবর্ষকে স্বদেশ করে নিয়েছিলেন, বস্তুত বলা যায় বিবেকানন্দের স্বপ্নের ভারতবর্ষের মানবতাবাদ থেকে দেশাত্মবোধের অভিযাত্রায় নিবেদিতা নিসন্দেহে এক সঠিক পথ প্রদর্শক। তাঁর চুয়াল্লিশ বছরে সংক্ষিপ্ত জীবনের অন্তিম এয়োদশ বছর এদেশের জন্যই নিবেদিত। বিপ্লবপন্থায় এদেশের স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টার প্রতি আন্তরিক সমর্থন ও সহযোগিতার সাথে সাথে ভারতের শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, নারীমুক্তি এবং অধ্যাত্ম সাধনা সব বিষয়ে তাঁর অনন্য বিস্ময়কজনক সাবলীল পরক্রমন।

এরপরে যার নাম করতে হয় তিনি অ্যাগনেস স্মেডলি। তাঁর জীবন-যৌবন সংগ্রামী কর্মসাধনায় ছিল নিমগ্ন। জন্ম তাঁর আমেরিকার এক শ্রমিককুলে হলেও অন্তর থেকে তিনি ছিলেন ভারতবাসীনী। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য স্টেনোগ্রাফারের কাজে ব্যাপৃত সাংবাগিক স্মেডলি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মডার্ন রিভিয়্যুতে লেখা পাঠাতেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্বে ভারতীয় বিপ্লবীরা বিনা বাধায় আমেরিকায় তাদের প্রচার কার্য চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। সেসময় তারক দাস ,শৈলেন ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীদের সাথে যোগাযোগ হয় অ্যাগনেস স্মেডলির। তাঁর অপূর্ব ভারতপ্রেম, সাহস ও দৈর্যে তিনি অচিরেই বিপ্লবীদের আস্থা ও শ্রদ্ধা অর্জন করে তাঁদেরই একজন হয়ে গেলেন। ১৯১৭ পরে আমেরিকা জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল বিপ্লবীদের কাজ করা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়লে মানবেন্দর নাথ রায় ও হেরম্ব গুপ্ত মেক্সিকো পালিয়ে গেলেন। শৈলেন ঘোষ মেক্সিকো গিয়েও ফিরে আসার পর আমেরিকায় বৈপ্লবিক কাজকর্মে জড়িত থাকায় তারক দাস, অ্যাগনেস স্মেডলির সাথে এক মামলায় ফেঁসে বিচারে প্রত্যেকের চার বছরের কারাদণ্ড হয় যদিও দু'বছর পর ১৯১৯ সালে তারা ছাড়া পেয়ে যান। তবে ভারতের বিপ্লব ইতিহাসে বিদেশেনী বিপ্লবিনীর সম্ভবত এই প্রথম কারাবাস। ১৯১৯ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে স্মেডলি, তারক দাস, সুরেন কর এবং শৈলেন ঘোষের উদ্যাগে আমেরিকায় 'ফ্রন্ডস অব ইন্ডিয়া' গঠন করেন এবং একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

১৯২০ সালে স্মেডলি বার্লিন আসেন, সেখানে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয় ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের। যদিও এসময় মানবেন্দ্র নাথ রায় প্রমুখ চেয়েছিলেন ভারতবর্ষ কম্যুনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করে বিশ্ব মজদূর বিপ্লবের শরিক হয়ে যাক কিন্তু স্মেডলির মনে ছিল অন্য ভাবনা। তিনি চেয়েছিলেন জাতীয় স্বাধীনতা লাভের যুদ্ধ হবে প্রথম, কারণ স্বোপার্জিত রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা ব্যতীত অপরের সংগ্রামে যুক্ত হবার অধিকার হয় না। এ ব্যাপারে বীরেন চট্টোপাধ্যায় ভূপেন দত্তের সঙ্গে তাঁর চিন্তাধারার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অ্যাগনেস স্মেডলি শেষ পর্যন্ত বীরেন চট্টোপাধ্যায় ও ভূপেন দত্তের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিপ্লবের পথে কাজ করে গেছেন ।

মাদাম ভিকাজি রুস্তম কামা হলেন এরকমই আরেক মহীয়সী যাঁর জন্ম বোম্বাইয়ের এক বর্ধিষ্ণু পার্সি পরিবারে। ভারতের জাতীয় জীবনে দাদাভাই নৌরাজি ফিরোজ শা মেহতার মতো বহু পার্সি নরনারী বিপুল অবদান রেখে গেছেন। লন্ডনে বিপ্লবীদের এক আড্ডাস্থল কাথিওয়াবাড়ের বিপ্লবী শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার নেতৃত্বে স্থাপিত ইন্ডিয়া হাইসে মাদাম কামার যাতায়াত ছিল। বীরেন চট্টোপাধ্যায় বিনায়ক সাভারকারের মতো তিনিও ছিলেন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত।

লন্ডনে মদনলাল ধিংড়ার ঘটনার পর বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মাদাম কামা ফ্রান্সে আশ্রয় নেন। লন্ডন পুলিশের হাতে বন্দি বিনায়ক সাভারকারকে ভারতে নিয়ে আসার পথে তিনি মার্সাই বন্দরে জাহাজ থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে ফরাসি পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে মাদাম কামা তখন ফরাসি পুলিশের হাত থেকে সাভারকারকে ছাড়ানোর জন্য প্রাণপন চেষ্টা করেও পারেননি। প্যারিসে মাদাম কামা 'বন্দে মাতরম' নামে একটি কাগজ প্রকাশ করতেন, যে কাগজকে ঘিরে প্যারিস শহরে এক বিপ্লবী গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল। নিভ'ক কামার মত তাঁর বন্দে মাতরমের ভাষা যেমন ছিল বলিষ্ঠ তেমনই অগ্নিশ্রাবী। বন্দে মাতরমের অগ্নিবাণী সারা ইউরোপে ছড়িয়ে গিয়েছিল।

১৯১৯ এর ১৭ জুন টিনেভেলির জেলাশাসক মি. অ্যাসকে অয়ান্তি আয়ার নামে এক বিপ্লবী হত্যা করেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মাদাম কামার বন্দে মাতরমে লেখা হয়েছিল In a meeting or in a bungalow, on the rallway or in a carriage, in a shop or in a church , in a garden or in a fair wherever an opportunity comes Englishman ought to be killed.

আবার ওই বছরই ১৯ জুন ময়মনসিংহে পুলিশের সিআইডি সাব ইন্সপেক্টর রাজকুমার রায়কেত হত্যার পর বন্দে মাতরমে লেখা হয়েছিল Two young and brave countrymen of ours proved by their daring deeds and at Tinnevelly and at Mymonsingh that Hindustan is not sleeping.

এরকম আরেকটি নাম আইরিশ দুহিতা মিস এলিস ওরফে মিসেস আলি ওরফে সাবিত্রী। ব্যারিস্টার জাফার আলিকে বিয়ে করে বিদেশিনী এলিস ভারতে এসেছিলেন সংসার করার জন্য। কিন্তু এলাহাবাদে এসে আইরিশ বিল্পবের কন্যা এলিসের আর জাফর আলির সাথে সংসার পাতা হয়নি। ১৯২৮ এলাহাবাদের বিপ্লবীদের সাথে তাঁর যোগাযোগ হয় যারা তাঁর মধ্যে সন্ধান পেলেন বিল্পবের আগুন। জাফর আলিকে ত্যাগ করে এলাহাবাদে তাঁর একাকী যাপনে চলত নিভৃতে হন্দু দর্শন ও রাজনৈতিক গ্রন্থ পাঠ ও চর্চা। তাঁর নতুন নাম হয় সাবিত্রী দেবী। তাঁর গৃহ হয়ে উঠল বিপ্লবীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল গোপন আস্তানা।

কিন্তু বিপ্লবী যশপাল তাঁর গৃহে আত্মপোগন করে থাকার কথা পুলিশ জানতে পেরে ১৯৩২ সালের ২৩ জানুয়ারি ভোর চারটেয় তাঁর বাড়ি ঘিরে ফেলে এবং যশপাল ও তাঁকে গ্রেফতার করে। বিচারে তাঁদের দু'জনেরই চার বছরের কারাবাস হয়। চার পছর পর জেলে থেকে ছাড়া পেলেন সাবিত্রী দেবী। কিন্তু তখন তিনি সম্বলহীনা, জরাজীর্ণ তার দেহ---আর বেশিদিন বাঁচেননি সাবিত্রী দেবী।

প্রধানত বিদেশে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জণিত এক গুরুত্বপূর্ণ নাম বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ডা. অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং কবি ও দক্ষ পার্লামেন্টোরিয়ান শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভাই বীরেন্দ্রনাথ এদেশে শিক্ষালাভের পর ১৯০২ -এ অক্সফোর্ড হয়ে টেম্পল এই এ আইন পড়তে গেলে লন্ডনে শ্যামজী কৃষ্ণ ভার্মার ইন্ডিয়া হাউসে লালা লাজপত রায় মাদাম কামা বিনায়ক সাভারকার প্রমুখের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের স্টুগার্ড সম্মেলনে তিনি মাদাম কামা এবং আরও কতিপয় যোদগান করেন। সেখানে রোজা লুক্সেমবার্গ, রামসে ম্যাকডোনাল্ড প্রমুখ বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটে। সহিংস পথে ভারত থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিতারণ সম্ভব এমন ভাবনায় সহমত বীরেন্দ্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে অস্ত্রশস্ত্রে জন্য জার্মানির সাহায্য নিচে চেষ্টা করেন। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সংঘবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে গঠিত বার্লিন কমিটির তিনি সদস্য ছিলেন। জার্মানির সাহায্য নিয়ে এ অভিযান বিভিন্ন কারণে বিফল হলে ১৯২০-তে তিনি মস্কো যান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কম্যুনিস্ট শক্তির সাহায্য প্রাপিচর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে। ত্রিশের দশক বেশ কয়েক বছর মস্কোতে থাকাকালীন ১৯৩৭ স্ট্যালিনের আমলে গ্রেট পার্জের সময় তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং সম্ভবত ওই বছরের ২ সেপ্টেম্বর তাঁর প্রাণদণ্ড হয়।

পরিশেষে বলি রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের কথা। উত্তরপ্রদেশের হাতারা জেলার এক জাঠ পরিবারের তৃতীয় সন্তান মহেন্দ্রপ্রতাপের জন্ম ১৮৮৬-র পয়লা ডিসেম্বর। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত না করেই তিনি দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৬ কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে বিপিন চন্দ্র পাল তিলক প্রমুখের বক্তৃতায় মুগ্ধ মহেন্দ্রপ্রতাপ সক্রিয়ভাবে স্বদেশি আন্দোলনে যুক্ত হয়ে সচেষ্ট হন বাইরে থেকে দেশকে স্বাধীন করার। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যাগে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি বার্লিন পৌঁছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে কাবুলের তাঁর নেতৃত্বে এক অস্থায়ী ভারত সরকার সঠিত হয়েছিল, আফগানিস্তান থেকে অভিযান চালিয়ে ভারতকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে যদিও ওই সরকার স্থায়িত্ব লাভ করেনি। রুষ্ট ব্রিটিশের তাড়নায় তিনি জাপানে চলে যেতে বাধ্য হন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি জাপানে ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন সেন্টার স্থাপন করে ব্রিটিশ বিরোধী প্রচার চালাতে থাকেন। ব্রিটিশ সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে ১৯৪৬-এ তিনি ভারতে ফিরে আসেন। ১৯৭৯-তে তিনি ভারতেই মারা যান। এরকম আরও অনেক মহাপ্রাণ ছিলেন যাদের কাহিনী এই স্বল্প পরিসরে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু আজকের দিনে সেই সব প্রণম্যের প্রতি নিবেদিত হোক অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বিপ্লবী ত্রৈলোক্য মহারাজকে স্মরণে কেন বাঙালির কৃপণতা

আনন্দ মুখোপাধ্যায়

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম কাণ্ডারি, দীর্ঘ ত্রিশ বছর কারাবরণকারী, 'অনুশীলন সমিতির' অন্যতম প্রধান সক্রিয় সদস্য, মহাপ্রাণ বিপ্লবী ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ওরফে হনেরদ্র চক্রবর্তী ওরফে বিরজা ওরফে সকলের প্রিয় 'মহারাজ' ৯ আগস্ট দিনটিতে পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন, যে দিনটি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের পুণ্যতিথি রূপে দেশবাসীর অন্তরে গেঁথে রয়েছে। একদা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ত্রাস ত্রৈলোক্য মহারাজের নাম বর্থমান প্রজন্মের কাছ অজনা। কলকাতার মৌলালি অঞ্চলের রামলীলা ময়দানে তাঁর একটি আবক্ষ মূর্তি শোভা পাচ্ছে বটে, কিন্তু তাছাড়া এই মহাবিপ্লবীর স্মরণে বাঙালির তেমন কোনও উদ্দীপনা চোখে পড়ে না। ইংরেজির ১৮৮৯ সালে (বাংলার ১২৯৬ সন) অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহের কাপাসাটিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী। দুর্গারচণ ও প্রসন্নময়ী দেবীর পঞ্চম সন্তান ত্রৈলোক্যবাবু ১৯০৬ সালে অনুশীলন সমিতির সদস্য হন। ১৯০৮ সালে জীবনে প্রথমবার ও ১৯১২ সালে পুলিশ অফিসার খুনের মামলায় জেল হয় তাঁর। এরপর রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন অন্যতম অভিযুক্তরূপে ১৯১৪ সালের শেষের দিকে কলকাতায় গঙ্গারঘাটে স্নান কররা সময় ধরা পড়ে যান তিনি। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় দশ বছর নির্বাসন দণ্ড দিয়ে আন্দামান পাঠানো হয় তাঁকে। ১৯২০ সাল নাগাদ পেনাল সেটেলমেন্ট উঠে যাওয়ায় তিনি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে প্রেরিত হন। এই জেলে তখন অসহযোগ আন্দোলনে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, কিরণশঙ্কর রায়, মৌলানা আজাদ, রামমনোহর লোহিয়ার পিতা হীরালাল লোহিয়া, কাজি নজরুল ইসলাম, দেশপ্রিম যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, ডা. বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ নেতারা কারাবরণ করেছিলেন। দীর্ঘ সময় কারাভোগের পর ১৯২৪ সালে মুক্তি পেয়ে এই বছরের শেষে দিকেই আবার গ্রেফতার হতে হত তাঁকে। এই সময় নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ও সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে মান্দালায় জেলখানায় (অধুনা মায়ানমার) তাঁর স্থান হয়। শেষ পর্যন্ত 'ভেরি ডেনজারাস' বলে আখ্যায়িত এই ব্রিটিশ রাজদ্রোহী কয়েদিকে ১৯২৮ সালের শেষভাগে মুক্ত করা হয়। জীবনের প্রায় অধিকাংশ সময়েই কারাবরণ করার পাশাপাশি মুক্ত অবস্থায় অনুশীলন সমিতির কাজকর্মকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে সারা বাংলা চষে বেরিয়েছেন তিনি। ১৯৩০ সাল। চট্টগ্রাম থেকে কলকাতা পৌঁছনোর পরই খবর এল রাজশাহীতে আয়োজিত প্রাদেশিক কংগ্রেস কনফারেন্সের অন্যতম সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন তিনি। তাই পরদিন রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওনা হতে হল। এদিকে চট্টাগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠের জন্য ব্যাপক তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ পরদিনই ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী সমতে অন্যান্য সভাপতি বিপিনবিহারি গাঙ্গুলি, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলি ও বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করে। এরপর রাজশাহি সেন্ট্রাল জেল থেকে বহরমপুর জেল, সেখান থেকে বাকসা ক্যাম্প ও সেখান থেকে কেনানুর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয় তাঁকে। কেনানুর জেলে নাম্বুদ্রিপাদ, এ কে গোপালন কৃষ্ণ পিল্লে প্রমুখ ব্যক্তিদের সঙ্গেও আলাপ হয় মহারাজের। বিভিন্ন দাবিদাত্তয়া নিয়ে এখানে দীর্ঘদিন অনশনও করেন তিনি।

১৯৩৭ সালে হিজলিজেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ত্রলোক্য চক্রবর্তী ও তাঁর সহকর্মীরা প্রকাশ্যে 'বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল' গঠন করলেন। আসলে ১৯২১ সালের পর থেকেই তিনি সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণায় বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন। জেলে থাকাকালীন 'ক্যাপিটাল' ও অন্যান্য মার্কসবাদী বইপত্র পড়ার সুযোগ হয় তাঁর। এদিকে, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনায় অনুশীলন সমিতির নেতারাও ঠিক করলেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে দেশমুক্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হবে। শেষ পর্যন্ত ১৯৪০ সালে চট্টগ্রামের এক সভায় গ্রেফতার হয়ে এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন তিনি। এই সময়ে চট্টগ্রাম জেল থেকে ঢাকা সেন্ট্রাল হয়ে মেদিনীপুরে জেলে পাঠানো হয় তাঁকে। মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে 'সিকিউরিটি বন্দি' করে তাঁক ঢাকা, হিজলি ও দমদমের জেলে পাঠানো হয়। ১৯৪৬ সালে দমদম সেন্ট্রাল জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার অল্পদিন পরেই ১৬ আগস্ট গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেশের বিভিন্ন অংশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে দাঙ্গা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি নোয়াখালির দত্তপাড়ায় যাত্রা করলেন। এদিকে গান্ধিজিও সে সময় দাঙ্গা থামাতে দত্তপাড়ায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। খোদ ত্রৈলোক্য মহারাজের কথায়—'শান্তি স্থাপন না হওয়া পর্যপ্ত তিনি (গান্ধিজি) এরূপভাবে দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে ঘুরিতে থাকিবেন এবং এভাবেই তিনি মৃত্যুবরণ করিবেন।........ ৭৮ বছর বয়সে এই শীতকালে তিনি খালি গায়ে, খালি পায়ে প্রত্যহ প্রাতে এক গ্রাম হইতে অপর গ্রামে যাইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, গান্ধিজির অনাড়ম্বর জীবন ও দাঙ্গা থামানোর নাছোড় প্রচেষ্টা। ত্রৈলোক্য মহারাজের মত ঘোর বিপ্লবীর মনকেও প্রবাবিত করেছিল।

এদিকে, ১৯৪৭ সালে দেওঘরে সোশালিস্ট পার্টির মিটিং -এ জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়ার সঙ্গে রবীন্দ্রমোহন সেন, ত্রিদিব চৌধুরী, নরেন দাস, রমেশচন্দ্র আচার্য, ত্রৈলোক্য মহারাজ প্রমুখ নেতারা বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল (আর এস পি) কে সোশলিস্ট পার্টির সঙ্গে মিলিয়ে দিতে আলাপ আলোচনা চালালেন। পরের বছর ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে বরিশালে আয়োজিত সোশালিস্ট পার্টির কনভেনশনে পাকিস্তান সোশালিস্ট পার্টির জন্ম হয়, যা স্বতন্ত্ররূপে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে মিলিতরূপে কাজ করবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। নতুন দলে অধ্যাপক পুলিন দে ও মোবারক সাগর সেক্রেটারি নির্বাচিত হলেন। চেয়ারম্যান হলেন ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, যদিও পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কারণে ও সাংগঠিনিক দুর্বলচনতায় এই দলের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়েছি। এরপর ১৯৫৪ সালে সংযুক্ত প্রগতিশীল দলের হয়ে ত্রৈলোক্যবাবু প্রাদেশিক আইনসভায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করলেন। কিন্তু, ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে সামরিক শাসন শুরু হওয়ায় তিনি ও অন্যান্য সকল প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যরা বরখাস্ত হলেন ও অগণতান্ত্রিক আইন 'এ ব ডো'র খপ্পরে পড়লেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, (ক) তাঁর ডাকা সোশালস্টি কনফারেন্সে নাকি পাকিস্তান বিরোধী লোকজনকে ডাকা হয়েছিল (খ) তিনি কলকাতার সোশালিস্ট পার্টির মিটিংর কখনও 'কাশ্মীরকে ভারতের আবিচ্ছেদ্য অংশ বলে বক্তৃতা করেছিলেন প্রভৃতি। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৬ সাল অবধি ত্রৈলোক্যবাবু কোন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না বলে ট্রাইবুনালের রায়ে ঘোষণা করা হয়। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় খোদ নিজের দেশের সরকরাই এই বৃদ্ধ বিপ্লবীকে আবার কারারুদ্ধ করে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর হওয়া এমন বৈমাতৃসুলভ ব্যবহার বিস্মিত ও ব্যথিত হন মহারাজ। এর আগে থেকেই পাকিস্তানে ভীষণভাবে সংখ্যালঘু নিপীড়ন চলছিল যার সাধ্যমত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে নিরন্তর সচেষ্ট সংগ্রাম' 'বিপ্লবী ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর আত্মকাহিনী' তাঁর রচিত অত্যন্ত জনপ্রিয় পুস্তক। এছাড়া সমাজসেবী সংগঠন 'সংগঠনী' ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতিরূপেও নিযুক্ত হন তিনি। রবীন্দ্রমোহন সেন ছিলেন সম্পাদক। জীবনের প্রায় শেষ লগ্নে (১৯৭০ সাল) অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসার জন্য ভারতে আসেন তিনি। সেমসয় চাতরায় 'সংগঠনী'-র কর্মীদের সঙ্গে কয়েকদিন কাটিয়ে কলকাতা হয়ে দিল্লি যান ও ভারতবর্ষের পার্লামেন্টে সিংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেন যা আজ এক ঐতিহাসিক দলিল। অবশেষে ১৯৭০ সালের ৯ই আগস্ট দিল্লিতে আজীবন সংগ্রামী, অন্যায়ের সঙ্গে আপোসহীন, সমাজতন্ত্রী, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একনিষ্ঠ পূজারি, দেশবরেণ্য বিল্পবী ত্রৈলোক্য মহারাজের মহাপ্রয়াণ ঘটে। সহিংস পথের অনুগামী হওয়া সত্ত্বেও গান্ধিজির প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা ও গ্রাম গড়ার আদর্শে কথায় নয়, কর্মে গান্ধিজির অনুসারী হওয়া'র শপথ ও দলীয় কর্মীদের নিযে 'সংগঠনী' নামক পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ তাঁর কর্মকাণ্ডের অংশ ছিল। দুর্নীতি ও সাম্প্রদয়িকতা মুক্ত সমাজ গড়ার মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখতেন তিনি। দীর্ঘ ত্রিশ বছর কারাবরণকারী। এই মানুষটি কর্মবহুল জীবন স্কুল কলেজের পাঠ্যবস্তুতে বেশি করে আলোচিত হলে তা তরুণ সমাজের মনে নতুন আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করবে। এমন মহাপ্রাণের যথার্থ মূল্যায়নে বাঙালির এত কৃপণতা কেন, তা নিয়ে আত্মবিশ্লেষণের সময় বোধহয় এসে গিয়েছে। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার লায়ন্স ক্লাব আয়োজিত রক্তদান শিবিরটি পরিদর্শন করেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

যুক্তরাষ্ট্র শিগগিরই বঙ্গবন্ধুর খুনিকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাবে: রাষ্ট্রদূত জিয়াউদ্দিন

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১৬।। যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র শিগগিরই বঙ্গবন্ধুর খুনিকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাবে। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডে সাজাপ্রাপ্ত খুনিরা যুক্তরাষ্ট্রসহ বিদেশের মাটিতে লুকিয়ে আছে। আমরা আশ্বস্ত হয়েছি যে গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং আইনের শাসনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধুর খুনিকে শিগগিরই বাংলাদেশে ফেরত পাঠাবে।

রাষ্ট্রদূত জিয়াউদ্দিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসের কর্মসূচিতে এ কথা বলেন। রোববার এক তথ্য বিবরণীতে এ কথা জানিয়ে বলা হয়, এর আগে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে অর্ধনমিত করার মধ্য দিয়ে জাতীয় শোক দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। এরপর রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে দূতাবাস প্রাঙ্গণে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর আবক্ষমূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে কিছুক্ষণ নীরবতা পালন করা হয়। দূতাবাসের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীরা স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং ৭৫ এর ১৫ আগস্টে নির্মমভাবে নিহত তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। পনেরই আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডকে মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড হিসেবে বর্ণনা করে রাষ্ট্রদূত জিয়াউদ্দিন বলেন, ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে স্বাধীনতার চেতনা এবং উদ্দেশ্য "স্বাধীন গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ"কে ধ্বংস করতে চেয়েছিল।

রাষ্ট্রদূত বলেন, হত্যাকারীরা স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে জেনারেল জিয়ার নেতৃত্বে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল, গণতন্ত্রকে হত্যা এবং হত্যা ক্যু ষড়যন্ত্রের রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ২১ বছর পর ক্ষমতায় এসে ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স বাতিল করে খুনিদের বিচার কাজ সম্পন্ন করেন এবং বঙ্গবন্ধুর হত্যার রায় কার্যকর করেন। জিয়াউদ্দিন বলেন, 'এটা সকলের কাছে পরিষ্কার যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেকোনো মূল্যে গণতন্ত্র এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর।

দিবসের অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে ছিল রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন এবং ১৫ আগস্টে নিহত শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত।

বঙ্গবন্ধুর পলাতক খুনিদের ফেরাতে কূটনীতিকদের সহায়তা চাইলেন বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রী

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১৬।। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পলাতক খুনিদের দেশে ফেরাতে বিদেশি কূটনীতিকদের সহায়তা চেয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ. কে. আব্দুল মোমেন। বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের অংশগ্রহণে রবিবার এক ভার্চুয়াল সভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ সহায়তা কামনা করেন। বঙ্গবন্ধুর ৪৫তম মৃত্যুবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এ আলোচনা সভায় ঢাকায় কর্মরত এবং দিল্লিতে অবস্থানরত বাংলাদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত ৮৩ জন হাইকমিশনার ও রাষ্ট্রদূত অংশগ্রহণ করেন। এসময় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম সংযুক্ত ছিলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর পাঁচ খুনি এখনও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পলাতক। আমরা ইতোমধ্যে দুজনের অবস্থান জানতে পেরেছি। বাকী তিনজনের অবস্থান আমরা এখনও জানি না।' এসব খুনিদের অবস্থান নির্ণয় ও দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের রায় কার্যকর করার ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য সকল বন্ধুরাষ্ট্রের প্রতি অনুরোধ জানান তিনি।

ড় মোমেন বলেন, 'আমরা ন্যায় বিচার, আইনের শাসন ও সুশাসন নিশ্চিত করতে বঙ্গবন্ধুর বিচারের রায় কার্যকর করতে চাই। ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এসব খুনিদের বিচারের আওতায় আনা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে বঙ্গন্ধুর খুনিদের বিচারের ব্যবস্থা করে। অত্যন্ত স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এ বিচার কাজ সম্পন্ন করা হয়।' এসময় স্বাধীনতার পটভূমি ও গণতন্ত্র সুরক্ষিত করতে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা তুলে ধরেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আয়োজিত এ ভার্চুয়াল সভায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব, পররাষ্ট্রনীতি, আদর্শসহ বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের অধিকাংশ সদস্যদের হত্যার বিষয়ে আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম। সভায় সূচনা বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন। সভার শুরুতে অংশগ্রহণকারীরা যার যার অবস্থান থেকে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের নিহত সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

বঙ্গবন্ধু হত্যার কুশীলবদের চিহ্নিত না করলে আবার ষড়যন্ত্র করবে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১৬।। বাংলাদেশের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করা হলেও এ হত্যাকাণ্ডের নেপথ্য কুশীলবদের চিহ্নিত করতে হবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তাদের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে রোববার আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এক ভার্চুয়াল শোকসভায় সভাপতির বক্তৃতায় এ কথা বলেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, কুশীলবদের চিহ্নিত করতে না পারলে তারা আবার ষড়যন্ত্র করবে। তাই তাদের চিহ্নিত করার জন্য একটি কমিশন গঠন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিভিন্ন মহল থেকে দাবিও উঠেছে। শোকসভায় অংশ নেওয়া আইন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হককে উদ্দেশ্য করে আইনমন্ত্রী বলেন,এই কমিশনের কর্মপরিধি কী হবে, কিভাবে কাজ করবে তা নিয়ে আমাদের এখন থেকেই চিন্তাভাবনা করা উচিত। কারণ এ দায়িত্ব আইন মন্ত্রণালয় ও আইন কমিশনের উপরই পড়বে। তিনি আরও বলেন, আমরা বলে থাকি কিছু বিপথগামী সামরিক অফিসার বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। আসলে তা নয়। যদি তাই হতো, তাহলে তারা শুধু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতো। বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল সদস্যকে হত্যা করতো না। তারা সেদিন ঢাকায় বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল সদস্যকে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে হত্যা করতে চেয়েছিল, বাংলাদেশকে হত্যা করতে চেয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা সৌভাগ্যক্রমে সেদিন বিদেশে থাকার কারণে বেঁচে আছেন,যোগ করেন তিনি। আনিসুল হক বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের মাধ্যমে কয়েকজনকে ফাঁসি দেওয়া হলেও তাঁকে হত্যা করার কলঙ্ক কিন্তু এখনও মোচন হয়নি। এই কলঙ্ক তখনই মোচন হবে যখন আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে পারবো।

বাংলাদেশে করোনায় আরও ৩২ মৃত্যু, শনাক্ত ২০২৪

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১৬।। মহামারি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৬৫৭ জন। এছাড়া, নতুন করে ২ হাজার ২৪ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে। যার ফলে মোট আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছেছে ২ লাখ ৭৬ হাজার ৫৪৯ জনে।

রবিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে পাঠানো করোনা সংক্রান্ত নিয়মিত স্বাস্থ্য সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, করোনা শনাক্তের জন্য দেশের সরকারি ও বেসরকারি ৮৭টি ল্যাবে গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ৯ হাজার ৬৩৬টি এবং পরীক্ষা করা হয়েছে আগের নমুনাসহ ১০ হাজার ১৮টি। এ নিয়ে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হলো ১৩ লাখ ৫১ হাজার ৬৬৬টি। ২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার ২০.২০ শতাংশ। আর মোট পরীক্ষার ক্ষেত্রে শনাক্ত হয়েছেন ২০.৪৬ শতাংশ। নতুন যে ৩২ জন মারা গেছেন তাদের মধ্যে পুরুষ ২৫ এবং নারী ৭ জন। এখন পর্যন্ত মোট মারা যাওয়াদের মধ্যে পুরুষ ২ হাজার ৮৯০ জন বা ৭৯.০৩ শতাংশ এবং নারী ৭৬৭ জন বা ২০.৯৭ শতাংশ। শনাক্ত বিবেচনায় মোট মৃত্যুর হার ১.৩২ শতাংশ। এদিকে, করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন আরও ১ হাজার ৩১৫ জন। এ নিয়ে দেশে মোট সুস্থ ব্যক্তির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৫৮ হাজার ৯৫০ জন। শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার এখন পর্যন্ত ৫৭ দশমিক ৪৮ শতাংশ। গত ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্তের পর ১৮ মার্চ প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার সময় মহেশপুরে সীমান্ত থেকে নারী-শিশুসহ আটক ৯

মনির হোসেন,ঢাকা,আগষ্ট ১৬।। বাংলাদেশের যশোর জেলার মহেশপুর উপজেলার বাঘাডাঙ্গা সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার সময় তিনজন পুরুষ, তিনজন করে শিশু ও নারীসহ ৯ জনকে আটক করেছে বিজিবি। বাঘাডাঙ্গা বাজারপাড়া থেকে শনিবার রাত ৯টার দিকে তাদেরকে আটক করা হয়।

তারা হলেন-যশোর জেলার শার্ষা থানার গোগা গ্রামের লাইলী খাতুন (৭০), নাজমুল হাসান (১৮), মানিরুল ইসলাম (২৬), মোছা. মাছুরা খাতুন (২১), মো. জিসান বাবু (৪)। এছাড়া নড়াইল জেলার সদর উপজেলার দুর্গাপুর (মাঝপাড়া) গ্রামের আমির হোসেন (৩০) মোছা. রেখা খাতুন (২৮) মো. ছামাউল হোসেন (৯) ও মো. রাহাত হোসেন (৬)।

খাশিলপুর ৫৮ বিজিবির পক্ষে সহকারী পরিচালক মো. নজরুল ইসলাম খান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাঘাডাঙ্গা বাজারপাড়া এলাকা থেকে ওই ৯ জনকে আটক করা হয়। অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করার দায়ে বাংলাদেশ পাসপোর্ট অধ্যাদেশ ১৯৭৩ এর ১১(১)/(গ) ধারায় তাদের মহেশপুর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট (হি. স.): রাজনৈতিক মতাদর্শের বিরোধিতা ভুলে সৌজন্যের নজির গড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি। রবিবার এক টুইট বার্তায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রত্যুত্তরে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

উল্লেখ করা যেতে পারে টানা তিনবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদে বসে রাজধানীকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বর্তমানে করোনা মোকাবিলায় দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম প্লাজমা ব্যাংক তৈরি হয়েছে তার সৌজন্যে। এছাড়াও দিল্লিতে করোনার দাপট কমানোর জন্য কেন্দ্রের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করেছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

ভালো আছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, দাবি অভিজিতের

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট (হি. স.): প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় শারীরিক অবস্থা নিয়ে উৎকণ্ঠিত গোটা দেশ। রবিবার দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে প্রণব পুত্র তথা কংগ্রেস নেতা অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি শারীরিক অবস্থা ভালো অবস্থায় রয়েছে। চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থিতিশীল রয়েছে তার অবস্থা। উল্লেখ করা যেতে পারে মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের জন্য দিল্লি সেনা হাসপাতলে ভর্তি হয়েছিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপ্যায়। সেখানে তার করোনা পরীক্ষা হয়। পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে। অস্ত্রোপচারের পর বর্তমানে ভেন্টিলেশনে আছেন তিনি।

দীর্ঘ পাঁচমাস পর ফের শুরু হল বৈষ্ণোদেবী তীর্থযাত্রা

শ্রীনগর, ১৬ আগস্ট (হি.স.):দীর্ঘ পাঁচমাস পর রবিবার ফের শুরু হল বৈষ্ণোদেবী তীর্থযাত্রা। দেশ জুড়ে বেড়ে চলা করোনাভাইরাসের কারণে ১৮ মার্চ থেকে স্থগিত হয় বৈষ্ণদেবীর পুণ্য যাত্রা।।শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী শ্রাইন বোর্ড এ বিষয়ে কয়েকটি নির্দেশিকা জারি করেছে। জানানো হয়েছে যে, ২ হাজার ভক্তই প্রতিদিন দর্শনের অনুমতি পাবেন।

শ্রী মাতা বৈষ্ণদেবী শ্রাইন বোর্ডের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার রমেশ কুমার জানান, প্রথম সপ্তাহে প্রতিদিন সর্বাধিক ২ হাজার তীর্থযাত্রীরা এই সুযোগ পাবেন, এর মধ্যে ১৯০০ জন যাত্রী জম্মু ও কাশ্মীরের এবং বাকি ১০০ জন বাইরে থেকে আসার সুযোগ পাবেন। কুমার বলেছিলেন যে, পরবর্তী পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হবে এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, 'রেজিস্ট্রেশন উইন্ডোতে ভিড় যাতে না হয় তাই শুধুমাত্র অনলাইনে এই যাত্রার দরখাস্ত করতে হচ্ছে। যাত্রীদের মোবাইলে "আরোগ্য সেতু অ্যাপ" ডাউনলোড করা বাধ্যতামূলক এবং মাস্কও পরতে হবে। প্রত্যকটি প্রবেশপথে শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হবে। জম্মু ও কাশ্মীরের বাইরের যাত্রী এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আসবেন যাঁরা, তাঁদের করোনা নেই সেটা প্রমাণ করতে হবে। যাত্রার প্রবেশ পথে তাঁদের পরীক্ষা করা হবে। বৈষ্ণোদেবী ট্রাস্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যে যে যাত্রীরা সুস্থ থাকবেন তাঁরাই কেবলমাত্র দর্শনের অনুমতি পাবেন। প্রাথমিকভাবে যাত্রাপথে তাঁদের হেঁটেই যেতে হবে। যাত্রীদের সুবিধার্থে ব্যাটারি চালিত যানবাহন, রোপওয়ে ও হেলিকপ্টারের মতো সমস্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১০ বছরের কম বয়সি শিশু, গর্ভবতী মহিলা, অন্যান্য গুরুতর রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি এবং ৬০ বছরের বেশি বয়সের মানুষের জন্য এই যাত্রা বন্ধ হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পরে এই নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা হবে।

সোয়াব সংগ্রহ করে রেকর্ড সৃষ্টিকারী পাথারকান্দির আশাকর্মী রত্না পালকে সরকারি সংবর্ধনা

পাথারকান্দি (অসম), ১৬ আগস্ট (হি.স.) : অতিমারি কোভিড পরীক্ষার জন্য মানুষের সোয়াব সংগ্রহ করে রেকর্ড সৃষ্টিকারী পাথারকান্দির আশাকর্মী রত্মা পালকে সরকারিভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। ন্যূনতম পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পার্সনাল প্রটেকটিভ ইকুইপমেন্ট (পিপিই) কিট পরিধান করে একের পর এক সোয়াব স্যা স্পল সংগ্রহ করে রেকর্ড গড়ায় আশাকর্মী রত্না পালকে ৭৪ তম স্বাধীনতা দিবসে সরকারি অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছেন পাথারকান্দির সার্কল অফিসার তথা প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট জেনাথন ভাইপেই এবং এসডিএমও ডা. প্রদীপ দে।

জানা গেছে, পাথারকান্দি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীন আশাকর্মী রত্না পাল ইতিমধ্যে ২৫৪টি সোয়াব স্যা স্পল সংগ্রহ করে এলাকায় নজির সৃষ্টি করেছেন। কেবল তা-ই নয়, রাজ্যল স্তরেও তিনি প্রথম স্থান দখল করেছেন। তাঁর কর্তব্যপরায়ণতায় রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর রত্না পালের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। সেই সুবাদে গতকাল ১৫ আগস্ট পাথারকান্দিতে সরকারি অনুষ্ঠানে তাঁর অবদানের জন্য এবং তাঁকে উৎসাহ প্রদান করতে বিশেষভাবে সংবর্ধিত করা হয়েছে। এদিন পাথারকান্দি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এসডিএমও ডা. প্রদীপ দে তাঁর হাতে একটি শংসাপত্র তুলে দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, পাথারকান্দি সার্কলের বাজারিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর প্রত্যন্ত এক গ্রামের বাসিন্দা রত্না পাল একান্ত নিজের উৎসাহে গুয়াহাটি থেকে মাস্টার ট্রেনিংপ্রাপ্ত পাথারকান্দি ল্যাবরেটরি ট্যাকনেশিয়ান অসীম ধরের অনুপ্রেরণায় জীবন বাজি রেখে অতিমারি করোনা যুদ্ধা হিসেবে নীরবে তাঁর কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

উদারবাদী ভাবনা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতীক ছিলেন, অটল স্মরণে রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট (হি. স.): প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর স্মরণে টুইট করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু।পাশাপাশি রবিবার প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর তৈলচিত্র উন্মোচন করেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, উদারবাদী ভাবনা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি সর্বদা অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। সুবক্তা, কর্মদক্ষতা, ভালো ব্যবহারের জন্য সবার প্রিয় ছিলেন তিনি। বহু জনপ্রতিনিধিকে তিনি অনুপ্রাণিত করেছেন। একবিংশ শতাব্দীর সূচনায় বিশ্বমঞ্চে ভারতকে এক নতুন শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাষ্ট্রের ভাল করাটাই যে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দেওয়া উচিত তা বহুদলীয় গণতন্ত্রে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। তার আচরণ ছিল দলগত রাজনীতির উর্ধে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে সুদৃঢ় সমর্থন নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী।প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি সঙ্গে সর্বদা ভাল সম্পর্ক রাখার ওপর গুরুত্ব দিতেন। তিনি বলতেন বন্ধু পাল্টাতে পারে কিন্তু প্রতিবেশী নয়। পাশাপাশি পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তিনি ভারতের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন। লাহোর পর্যন্ত বাস চালানোর পাশাপাশি তিনি পোখরান থেকে কার্গিল ভারতের সামরিক শক্তিকে বৃদ্ধি করেছিলেন। এদিন দিল্লির আইসিসিআরে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর তৈলচিত্র ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে উন্মোচন করেন রাষ্ট্রপতি। এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, দিল্লি আইসিসিআর প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর তৈলচিত্র বসিয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্মান ব্যক্ত করা হলো। এটি আইসিসিআর দিল্লির টিমের জন্য উল্লেখযোগ্য বিষয়। ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত তিনি এই সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী যে উদারবাদী সৌহার্দ্যপূর্ণ রাজনীতির ভিত স্থাপন করে গিয়েছিলেন তা সকলকে পথ দেখাবে। তিনি ছিলেন ওজস্বী বক্তা, অজাতশত্রু, উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আদর্শ, শব্দ শিল্পী, প্রখর রাষ্ট্রবাদী কবি, দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে এছাড়াও এদিন দিল্লিতে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সমাধিস্থল সদেভ অটল গিয়ে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু।

কবিতার মাধ্যমে স্মরণ কবি অটলবিহারী বাজপেয়ীকে

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট (হি. স.): প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে নীরাজ স্মৃতি ন্যাসের বিশেষ নিবেদন অটল স্মৃতি কাব্যাঞ্জলি। রবিবার বিকেলে এই অনুষ্ঠান ওয়েবিনারের মাধ্যমে হবে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন অটলবিহারী বাজপেয়ীর দীর্ঘদিনের সহযোগী শিবকুমার জি, রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। এই অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করবেন গজেন্দ্র সোলাঙ্কি। যেসব কবিগন নিজেদের কবিতার মধ্যে দিয়ে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানাবেন তারা হলেন ড় কুম্বর বেচেইন, ড় বুদ্ধিনাথ মিশ্র, ড় বিষ্ণু সাক্সেনা, ড় সুরেশ অবস্থি, ড় সরিতা শর্মা, মনোবীর মধুর, কমলেশ শর্মা।

প্রসঙ্গত এদিন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্মরণে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মৃতিচারণ করেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।উল্লেখ্য রাজনীতিবিদ হওয়ার পাশাপাশি হিন্দি সাহিত্যের দক্ষ কবি ছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। এদিন তাকে কবিতার মাধ্যমে স্মরণ করা হবে।

প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী 'অসম হিতৈষী' ভারতরত্ন অটলবিহারীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদেশ বিজেপির

গুয়াহাটি, ১৬ আগস্ট (হি. স.) : জনসংযোগে আত্মিক যোগ, এমনই দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন অটলবিহারী বাজপেয়ী। আজ তাঁর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত স্মরণসভায় এভাবেই তাঁর স্মৃতিচারণ করেছেন অসম প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস। রবিবার ভারতীয় জনতা পার্টির বরপেটারোড শহর মণ্ডল কার্যালয়ে কার্যকর্তাদের সঙ্গে অটলবিহারী বাজপেয়ির প্রতিচ্ছবির সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন এবং পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন অসম প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রঞ্জিত দাস।

প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভরতরত্নকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সীমিত দলীয় পদাধিকারী ও কার্যকর্তাদের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করে প্রদেশ সভাপতি বলেন আধুনিক রাজনীতির অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী, অসম হিতৈষী ভারতরত্ন অটলবিহারী বাজপেয়ী। তিনি ছিলেন অজাতশত্রু। ভারতীয় রাজনীতিতে বিরল ব্যক্তিত্ব। কারণ, তিনি রাজনেতার ভূমিকা পালনের পাশাপাশি মন্ত্রিসভা এবং সংগঠনের সকলের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতেন। একজন বিজেপি কর্মী হিসেবে তা খুবই প্রয়োজন, বলেন রঞ্জিতকুমার দাস।

এদিকে একইভাবে আজ গুয়াহাটির হেঙেরাবাড়িতে অবস্থিত দলীয় সদর দফতর অটলবহারী বাজপেয়ী ভবনে অসম প্রদেশ বিজেপির পক্ষ থেকে ভারতরত্ন প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। আজ সকাল ১১.১৫ মিনিটে প্রদেশ কার্যালয়ে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। অনুরূপ কার্যক্রম রাজ্যের সব জেলা, মহকুমা, শহর ইত্যাদির দলীয় কার্যালয়ে পালন করেছেন বিজেপি-র সংশ্লিষ্ট এলাকার পদাধিকারী ও কার্যকর্তারা। তবে এবার সর্বত্র এই কার্যক্রম হয়েছে কোভিড-১৯ প্রটোকল মেনে।

অসমে করোনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৮২, পজিটিভ ৭৫,৫৫৮, সুস্থ ৫৩,২৮৬ জন

গুয়াহাটি, ১৬ আগস্ট (হি.স.) : অসমে করোনা মোকাবিলায় হিমশিম খাচ্ছে স্বাস্থ্য দফতর। গতকাল একদিনে নতুন ১,০৫৭ জনের শরীরে কোভিড-১৯ সংক্রমণ ধরা পড়েছে। তবে অন্যদিনের তুলনায় আক্রান্তের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। এরই মধ্যে ১,৫৯৩ জন গতকাল সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। জানিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। পাশাপাশি জানিয়েছেন, গতকাল একদিনে কোভিড-১৯ সংক্রমিত আরও সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে অসমে করোনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৮২।

গতকাল যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁরা বঙাইগাঁওয়ের সরিতা দেবী জৈন (৫০), দরঙের আব্দুল ওয়াদুদ (৫৮), করিমগঞ্জের হিমাংশুরঞ্জন দাস (৫৫), হাইলাকান্দির ফয়াজ আহমেদ লস্কর (৬৬), ডিব্রুগড়ের নির্মল তামুলি (৭২) ও মৃদুল খনিকর (৫৪) এবং নগাঁওয়ের ভারতী হাজরিকা (৬৫)। তাঁর টুইট আপডেটে এই তথ্য জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজ রবিবার বেলা ১২.২০ মিনিটে তাঁর টুইট আপডেটে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, নতুন ১,৫৯৩ জন সুস্থ রোগীকে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়ায় করোনা থেকে মুক্তি লাভ করেছেন মোট ৫৩,২৮৬ জন। পাশাপাশি শনিবার নতুন আক্রান্তদের নিয়ে সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭৫,৫৫৮। এখনও সক্রিয় রোগী ২২,০৮৭ জনের চিকিৎসা চলছে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে। তিনি জানান, গতকাল মোট ২০, ৮০৫ জনের নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল। আজকের টেস্ট রিপোর্ট বের হওয়ার পর এই সংখ্যা আরও বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে নতুন সংক্রমিতের হার তুলনামূলকভাবে কমছে বলে স্বাস্থ্য দফতরের দাবি।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

ভারতের শিক্ষা ও গবেষণা একটা বিশেষ ইতিবাচক ছবি তৈরি করছে : পঙ্কজ রায়

।। অশোক সেনগুপ্ত।। কলকাতা, ১৬ আগস্ট (হি.স.): ভারতের শিক্ষা ও গবেষণা একটা বিশেষ ইতিবাচক ছবি তৈরি করছে বলে মন্তব্য করলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পঙ্কজ রায়। নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি এই ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করবে বলে মন্তব্য করলেন তিনি। গত ছ''বছরে ভারতে বেশ কিছু ভাল মানের শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে। ইন্টেলেকচুয়াল আউটরিচ গ্রুপের রাজ্য আহ্বায়ক তথা যোগেশ চৌধুরী কলেজের অধ্যক্ষ পঙ্কজ রায় ''হিন্দুস্থান সমাচার''-কে এক একান্ত সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, "দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে দাড়িযেছে প্রায় ৮০০। ৪০ হাজার কলেজের অন্তত ২৫ শতাংশের মান বেশ ভাল। নয়া শিক্ষানীতিতে আরও প্রায় ১৫ হাজার কলেজ করার কথা হয়েছে। উন্নত দেশগুলোর তুলনায় শিক্ষায় সরকারি বিনিয়োগ যথেষ্ঠ নয়- এই সরল সত্যটা মেনে নিয়ে এখন জিডিপি-র ৪.৬ শতাংশ থেকে বিনিয়োগের হার ৬ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 'গত ক''বছরে ভারতের বিজ্ঞান-গবেষণায় উল্লেখযোগ্য সাফল্যের খতিয়ান দিতে গিয়ে পঙ্কজবাবু বলেন, ২০১৪ -র ''মিশন মঙ্গল'', ''১৬ -তে এক রকেটে ২০ টি উপগ্রহ পাঠানো,''১৭ -১৭ এক রকেটে ১০৪ টি উপগ্রহ পাঠানো,''১৯ -এ ইসরো-র দ্বিতীয় চন্দ্রাভিযান প্রভৃতি রয়েছে এই কৃতিত্বের তালিকায়। আইআইটি মাদ্রাজের শতাধিক প্রযুক্তিবিদ সহায়তা করছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রককে। আইআইটি, আইআইএমগুলোর মান আগের চেয়েও উন্নত হয়েছে। দীর্ঘদিন বিজেপি-র চিন্তন শাখার রাজ্য আহ্বায়ক ছিলেন পঙ্কজবাবু।তিনি বলেন, এবার ভারতের স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পেশ হল নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি। এর আগে ১৯৮৬ সালে রাজীব গান্ধীর আমলে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য মুনীশ রাজার নেতৃত্বে কমিটির সুপারিশ মেনে নীতি প্রণয়ণ হয়েছিল।এবার জাতীয় শিক্ষানীতি হয়েছে ইসরো-র প্রাক্তন অধিকর্তা ডঃ কে কস্তুরীরঙ্গনের রিপোর্টের ভিত্তিতে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক নানা স্তর থেকে আসা সুপারিশ খতিয়ে তৈরি হয়েছে নয়া শিক্ষানীতি। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের একটা বড় সাফল্য। পঙ্কজবাবুর কথায়, এই শিক্ষানীতির একটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। এতে স্বামী বিবেকানন্দর আদর্শের প্রতিফলন রয়েছে। স্বামীজী প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানমনস্কতার মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছিলেন। এই শিক্ষানীতি মূল্যবোধ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এই তিন বিষয়কে সংপৃক্ত করতে পেরেছে। আগে গুরুত্ব পেত কী ভাবতে হবে। এখন গুরুত্ব দেওয়া হবে কীভাবে ভাবতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, উচ্চশিক্ষা আমাদের শুধু জ্ঞানদান করে না। নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। নতুন শিক্ষানীতির বৃহত্তর উপলব্ধি সেটাই। পঙ্কজবাবুর কথায়, ভারতের আত্মনির্ভর ধারণার মূল ভিত্তি হবে নয়া শিক্ষানীতি। যাতে দেশের স্বাভিমান ও ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটবে। কিন্তু এই শিক্ষানীতির মতাদর্শগত বিরোধের থেকেও রাজনৈতিক বিরোধিতা প্রাধান্য পাচ্ছে। এই শিক্ষানীতিতে শিক্ষা পণ্য নয়, অধিকার হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ২০৩০-এর মধ্যে ১০০ শতাংশ গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও এবং স্কুলের ক্ষেত্রে ২০৩৫-এর মধ্যে ১০০ শতাংশ গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও লক্ষ্যমাত্রা বা সার্বিক অভিমুখ ধার্য করা হয়েছে। ইউজিসি এবং অলইন্ডিয়া ইন্সটিট্যুট ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন তুলে দিয়ে উচ্চশিক্ষার একটা কমিশন করা হয়েছে।. সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখতে তৈরি হয়েছে ন্যাশনাল হায়ার এডুকেশন রেগুলেটরি কাউন্সিল, জেনারেল এডুকেশন কাউন্সিল, হায়ার এডুকেশন গ্র্যান্টস কাউন্সিল এবং ন্যাশনাল অ্যাক্রিডিটেশন অফিশিয়াল কাউন্সিল। কিন্তু কেন্দ্রের ''হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার নীতি'' নয়া শিক্ষানীতিতে প্রকাশ পেয়েছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে, সে ব্যাপারে আপনার কী মত? পঙ্কজবাবুর কথায়, "এটা ঠিক, দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ হিন্দিভাষী হলেও ২২ টা রাজ্যে প্রধান ভাষা অন্য। কিন্তু বিরোধীদের রটনাটা ঠিক নয়।ওরা বলছে কেবল, হিন্দি, ইংরেজি এবং গুজরাটি ভাষায় ''নিট'' পরীক্ষা হচ্ছে।কিন্তু আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি বাংলা-সহ ১১ টা ভাষায় ''নিট'' পরীক্ষা দেওয়া যাচ্ছে। নয়া শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষাকে রাখা হয়েছে। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি প্রয়োজন অনুসারে দ্বিতীয় ভাষা, তার পর তৃতীয় ভাষার কথা বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অনেকেই শৈশবে মাতৃভাষায় শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এই ভাবনাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অভিযোগ করেছে, শিক্ষা যৌথ তালিকায় থাকা সত্বেও শিক্ষানীতি রূপায়ণের আগে রাজ্যের সঙ্গে কোনও আলোচনা হয় নি।এ প্রসঙ্গে পঙ্কজবাবুর জবাব, "২০১৭ সালে এ রাজ্যের বিধানসভায় বিরোধীদের ওয়াকআউটের মধ্যে রাজ্যের শিক্ষার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেটা ভুলে গেলে চলবে?

প্রয়াণ দিবসে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব স্মরণে

প্রদীপ চক্রবর্তী

রোমা রোঁলা বলছিলেন রামকৃষ্ণ,যীশুখৃষ্টের ভাই। এঁরা দুজনেই এক। আবার রামকৃষ্ণ সম্পর্কে বলছেন তিনি এমন একজন লোক যিনি তাঁর পাশে থাকা লোকজনকে না দিয়ে আমের টুকরোটি পর্যন্ত খেতেন না। রামকৃষ্ণ ভারতের আত্মা। এবং ভারতের পথপ্রদর্শক।

রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব।তার মুখে হাসি লেগেই থাকত।কখনো কেউ তাকে গুমরো মুখো দেখেননি।পুথিগত বিদ্যাও তেমন ছিল না। কিন্তু না থাকলে কি হবে? এই জগৎ কে তিনি তা দিয়ে গেছেন তা অনন্ত ভাস্বর।জন্ম তাঁর ১৮৩৬ র১৮ ই ফেব্রুয়ারি। ছোটবেলা থেকেই হাসি খুশি মজাদার।তার কান্ডকির্তী মুগ্ধকর।। ছোটবেলায় নামছিল তাঁর গদাধর।

মথুরদের নিয়ে রেলে যাচ্ছিলেন কাশী দর্শনে।যাওয়ার পথে কয়েকদিন দেওঘরে থাকেন।কাছের ই একটি গ্রামের দূরাবসা দেখে বিচলিত হয়ে উঠেন।এই অবস্থা দেখে তিনি তো গাছতলায় বসে পড়েন। দেখলেন গ্রামের মানুষগুলো হতদরিদ্র এবং হাড়গোড় বেরিয়ে আসছে।মাথায় তেল পড়েনি এদের অনেকদিন।পরিধানে আছে তেনা। পেটগুলি প্রায় পীঠের সাথে ঠেকে আছে। এদের হাড়গোড় বেড়িয়ে আসছে।এই দৃশ্য দেখে উদভ্রান্ত হয়ে পড়েন

। দুচোখে জলের ধারা।মথুরকে ডেকে বললেন মথুর এগুলি কি, এদের এই দশা কেন? কি বলবেন ভেবেই পাচ্ছিলেন না মথুর।

শুধু বললেন বাবা এরা যে গরীব।কেন এরা গরীব এই প্রশ্নের জবাব দেয়ার কিছু ছিল না মথুরের। অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে ছিলেন।মজুরের হাত দুটি ধরে তিনি বললেন তুমি তো দেওয়ান,তুমি পার না এদের এক মাথা করে তেল,একটি করে কাপড় আর একদিন পেটভরে খাইয়ে দিতে।মজুরের দিকে সির দৃষ্টি, দুচোখে অবিরাম অশ্রুধারা।মরুর যেন দেখতে পেলেন তার সামনে দুটি টলমল হ্রদ।

পাঁজর বের হওয়া দরিদ্রদের এই দূরাবসা দেখে মথুর ভাবছেন এত প্রেম,এত করুনা।

রামকৃষ্ণ এদের বললেন তোমরা যাও বারানসী। আমার বারানসীর আমি পেয়ে গেছি।এরাই আমার জীবন্ত বিশ্বনাথ।

শুনে মথুরের দুচোখে ফল্গুধারা।একটু বাদেই এল ওদের জন্য এল মাথার তেল,পোষাক, খাবার।পেটভরে সবাই খেলেন, ঠাকুর দেখলেন।বলতে লাগলেন এরাই তো বৈকন্ঠের ভগবান।এরা ভগবান হয়েই এই পৃথিবীতে এসেছেন।

রামকৃষ্ণ বলছেন শিবজ্ঞানে জীবসেবা করতে। আবার তিনিই বলছেন যত মত ,তত পথ। তিনি সবাইকে বলতেন কাঁদো কাঁদো, বেশী করে কাঁদো।আরে না কাঁদলে কি তাঁকে পাওয়া যায়?

শিশু যদি না কাঁদে,মাটি তাকে দুধ দেয়?

কাঁদো বেশী করে কাঁদো, নির্জনে বসে কাঁদো, নির্জনতার মধ্যদিয়ে তাকে পাবে। তার দর্শন জীবন আলোকিত করবে।

তিনিই আবার বলছেন আরে ঈশ্বরের নামগান করতে হয়।করতে হয় সাধুসংগ।সাধু সংঘের আধ্যাত্ম বিকাশ ঘটে।ধ্যান করতে হবে মনু,কোনে ও বনে। সর্বদা বিচার করবে।মানে ঈশ্বর ই সৎ,কিনা নিত্যবস্তু,আর সব অসৎ।এসব বললে মন থেকে অনিত্য দূর হয়ে যাবে।

সবার আগে নিজের ভিতরে দেখতে শেখো। কথিত আছে বিবেকানন্দ তাঁর অবতারত্ব সম্পর্কে সন্ধিহান হলে তিনি বলে ওঠেন, "যে রাম, যে কৃষ্ণ, এই দেহে সে-ই রামকৃষ্ণ..." ১৬ অগস্ট, ১৮৮৬ অতি প্রত্যূষে ঠাকুর পরলোকগমন করেন। শিষ্যদের কথায় এই তাঁর মহাসমাধি।

রণবীরকে আমিতাভের ৬০ লাখ টাকার উপহার

শখের দাম নাকি লাখ টাকা। আর বড় তারকাদের বড় বড় শখ। বলিউড তারকা রণবীর কাপুরের শখ বিশ্বের সবচেয়ে দামি ঘড়ি নিজের সংগ্রহে রাখা। আর গত জন্মদিনে 'ব্রহ্মাস্ত্র' ছবির শুটিংয়ের সময় সহকর্মী অমিতাভ বচ্চন তাঁর তারকাখ্যাতির সঙ্গে মিলিয়ে সে রকমই একটি উপহার দিয়েছেন। 'রকস্টার', 'রকেট সিং', 'রাজনীতি''খ্যাত রণবীর কাপুর বলিউডের এই শাহেনশাহর কাছ থেকে এই উপহার পেয়ে যারপরনাই খুশি। এই উপহার তাঁর জীবনের সেরা উপহারগুলোর একটি বলেও জানিয়েছেন তিনি।ছয়বার ফিল্মফেয়ারজয়ী এই 'বরফি', 'ইয়ে দিল হ্যায় মুশকিল', 'ওয়েক আপ সিড'খ্যাত তারকার সংগ্রহে আছে রিচার্ড মাইল আরএম জিরো ওয়ান জিরো মডেলের একটি ঘড়ি। এই ঘড়িটিই রণবীরকে উপহার দিয়েছেন বিগ বি। ঘড়িটির দাম ৬০ লাখ টাকা। এ ছাড়া হাবলট মেক্সিকান ওয়াচ আছে রণবীরের। ওই ঘড়িটির দাম ১২ লাখ টাকা। তা ছাড়া হ্যার্লে ডেভিডসন ফ্যাটবয়ের যে হাতঘড়িটি আছে, তার মূল্য ২২ লাখ টাকা। এই ঘড়িটিও রণবীর কাপুরকে উপহার দিয়েছেন আরেক বলিউড তারকা। তিনি সঞ্জয় দত্ত। সঞ্জয় দত্তের বায়োপিক 'সঞ্জু' সিনেমার সঞ্জয় দত্তর ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন রণবীর কাপুর। এই ছবির শুটিংয়ের সময় বাস্তবের সঞ্জয় দত্ত পর্দার সঞ্জয় দত্তকে দিয়েছেন এই উপহার। রণবীরের প্রিয় হাতঘড়ি।রণবীরকে সর্বশেষ দেখা গেছে সঞ্জয় দত্তের বায়োপিক 'সঞ্জু'তে। ১৮০ কোটি টাকা খরচ করে বানানো ছবিটি বক্স অফিসে তুলে এনেছিল ৭০০ কোটি টাকার বেশি। এরপর রণবীরকে দেখা যাবে অয়ন মুখার্জি পরিচালিত 'ব্রহ্মাস্ত্র' ছবিতে। এখানে তিনি প্রথমবারের মতো পর্দা ভাগ করবেন প্রেমিকা আলিয়া ভাটের সঙ্গে। এ ছাড়া 'শমসেরা' ছবিতে দেখা দেবেন রণবীর কাপুর।

শন কনারিই শ্রেষ্ঠ বন্ড

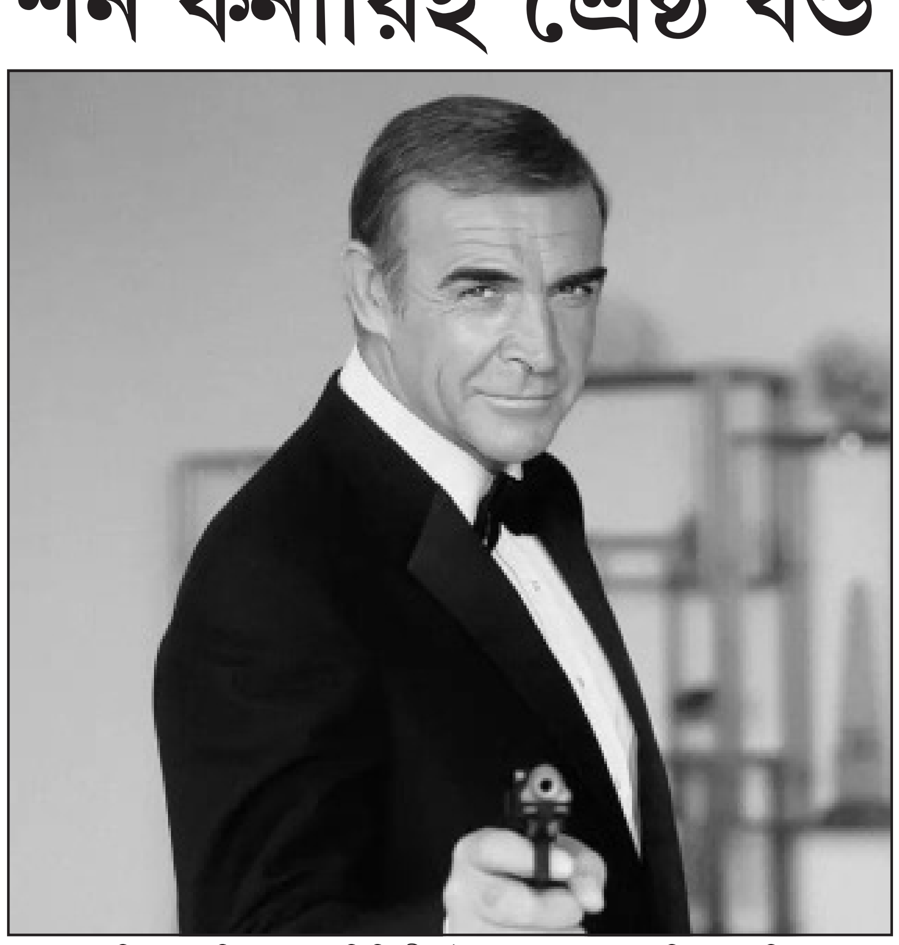

জেমস বন্ড ছবিতে 'বন্ড' হিসেবে পছন্দসই ছিলেন না শন কনারি। কারণ, তাঁকে দেখতে নাকি একজন বৃদ্ধ স্ট্যান্টম্যানের মতো লাগত। যার মধ্যে কোনো আবেদন নেই। কিন্তু নিজের অভিনয় দক্ষতার জোরে ভক্তহৃদয়ে জায়গা করে নেন এই স্কটিশ অভিনেতা। যাটের দশকের সেই প্রথম জেমস বন্ড, যে কিনা বিংশ শতাব্দীতেও ভক্তদের হৃদয়ে প্রথম হয়ে থাকবেন, তা কে জানত!সম্প্রতি রেডিও টাইমস-এর পাঠকেরা ভোট দিয়েছেন শ্রেষ্ঠ বন্ড নির্বাচনের জন্য। সেখানে শন কনারি বিজয়ী। তাঁর কাছে হেরে গেলেন রজার মুর, পিয়ার্স ব্রসনান, ড্যানিয়েল ক্রেইগের মতো বন্ড অভিনেতারা। মোট ১৪ হাজার ভক্ত অংশ নেন এই ভোটাভুটিতে।

নানা পর্ব পেরিয়ে অবশেষে চূড়ান্ত পর্বে ৪৪ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন শন কনারি। আর ৩২ শতাংশ ভোট পেয়ে টিমোথি ডালটন এবং ২৩ শতাংশ ভোট পেয়ে পিয়ার্স ব্রসনান যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করেন।শন কনারি অভিনীত জেমস বন্ড সিরিজের হিট ছবি গোল্ডফিঙ্গার-এর থিম সং-এর একটি লাইন উল্লেখ করে রেডিও টাইমস-এর প্রধান সম্পাদক বলেন, শন কনারি আবারও এটাই প্রমাণ করলেন যে তিনিই হলেন কিংবদন্তি কিং জেমস বন্ড, যাঁর স্পর্শে সবকিছু সোনায় পরিণত হয়েছে।১৯৬২ সালে ডক্টর নো সিনেমার মধ্য দিয়ে বন্ড-এর পৃথিবীতে পা রাখেন শন কনারি। একে একে করেন ফ্রম রাশিয়া উইথ লাভ, গোল্ডফিঙ্গার, থান্ডারবল, ইউ অনলি লিভ টোয়াইস, ডায়মন্ডস আর ফরএভার, নেভার সে নেভার অ্যাগেইন ছবিগুলো।

কীর্তির কীর্তিতে প্রভাসের প্রশংসা

আসছে দক্ষিণি তারকা কীর্তি সুরেশের নতুন সিনেমা গুড লাক সখী। গতকাল ভারতের স্বাধীনতা দিবসে মুক্তি পেয়েছে সিনেমাটির টিজার। আর টিজার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সাড়া ফেলেছে, প্রশংসা কুড়িয়েছে দর্শক ও সমালোচকদের। গুড লাক সখী সিনেমাটি তামিল, তেলেগু, মালয়ালম ও হিন্দি ভাষায় মুক্তি দেওয়া হবে।টিজারে দেখা যায়, সখীরূপী কীর্তির বিয়ে। বাদ্য বাজছে। সবাই খুব খুশি। এর মধ্যে হঠাৎ জানা গেল, হবু বর দুর্ঘটনায় আহত। গ্রামের মানুষ অবশ্য আগে থেকেই সখীকে 'অলক্ষ্মী' বলে আসছিল। এই বেলা সেই ধারণা আরও চেপে বসল। এর মধ্যে সখী শুরু করল শুটিং। বন্দুক হাতে গুলি চালাতে তার বেশ লাগে। সখী কি পারবে তার নামের আগে 'অলক্ষ্মী' বিশেষণ ঘোচাতে? উত্তর হলো, অবশ্যই পারবে, সিনেমা বলে কথা! কিন্তু কীভাবে পারবে, তা নিয়েই সিনেমাটি। ১ মিনিট ৪৩ সেকেন্ডের টিজারেই কীর্তির কীর্তি মন জয় করেছে অনেকের। টিজার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে 'বাহুবলী'খ্যাত প্রভাস শেয়ার করে ক্যাপশনে লিখেছেন, 'দুর্দান্ত টিজার। নিশ্চয়ই দারুণ কিছু হবে। এ সিনেমার পুরো দলকে আমার শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন।'কিংবদন্তী দক্ষিণি তারকা সাবিত্রীর বায়োপিক 'মহানতি'তে সাবিত্রী হয়ে ঝুলিতে জাতীয় পুরস্কার ভরেছিলেন কীর্তি। প্রযোজক ও পরিচালক সুরেশ কুমার ও তামিল অভিনেত্রী মীনাকার কন্যা কীর্তি শিশুশিল্পী হিসেবে বড় যাত্রা শুরু করেন। তবে 'নায়িকা' হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন ২০১৩ সালে, মালয়ালম ছবি গীতাঞ্জলির মাধ্যমে। রিং মাস্টার, রাজিনি মুরুগান, রেমো, নেনু সাইজালা, নেনু লোকাল, মহানতি, সরকার প্রভৃতি সিনেমার মধ্য দিয়ে তিনি মাত্র ২৭ বছর বয়সেই দক্ষিণ ভারতীয় ইন্ডাস্ট্রির প্রিয়মুখ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এর মধ্যে ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ে পড়াশোনা শেষে স্কটল্যান্ড আর যুক্তরাজ্যের লন্ডনে কিছুদিন কাজও করেছেন। তবে সব চুকিয়ে ফিরেছেন মা আর বাবার দেখানো রাস্তায়। আর এ রাস্তায় একের পর এক সফলতার দেখা মিলছে কীর্তির।

রবিবার আগরতলায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীকে প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। ছবি- নিজস্ব।

স্মরণে অটল বিহারী বাজপেয়ী...

অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট (হি. স.): প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সকালে দিল্লিতে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সমাধিস্থল সদাইভ অটলে গিয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর কন্যা নমিতা কাউল ভট্টাচার্য, নাতনি নম্রতা পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের টুইট বার্তায় লিখেছিলেন, রাষ্ট্রের উন্নয়নে অসাধারণ সেবা এবং প্রচেষ্টা করে যাওয়ার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন অটল বিহারী বাজপেয়ী।উল্লেখ করা যেতে পারে ২০১৮ সালের এই দিনে দিল্লির এইমসে ৯৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি। তিনি প্রথম অ-কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী যিনি পাঁচ বছরেরও বেশি সময় এই পদে থেকেছেন। ভারতরত্ন সম্মানেও তাকে ভূষিত করা হয়েছে।

ভারতীয় রাজনীতির স্তম্ভ অটল বিহারী বাজপেয়ী জগত প্রকাশ নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট (হি. স.): প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির জগত প্রকাশ নাড্ডা। রবিবার নিজের টুইট বার্তায় বিজেপির বর্তমান সভাপতি জগত প্রকাশ লিখেছেন, ভারতীয় রাজনীতির স্তম্ভ।প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা ভারতরত্ন শ্রদ্ধেয় অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রয়াণ দিবসে তাঁর প্রতি সহস্রকোটি প্রণাম। বিজেপিকে বট বৃক্ষে পরিণত করতে তাঁর অবদান সর্বজনবিদিত। গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা সকলের কাছে প্রেরণা মূলক। মূল্যবোধ এবং আদর্শকে পাথেয় করে ভারতীয় রাজনীতিতে সুশাসনের যুগ শুরু করেছিলেন তিনি। এদিন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি রাজধানী দিল্লিতে অবস্থিত প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সমাধিক্ষেত্র গিয়ে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের টুইট বার্তায় লিখেছিলেন, রাষ্ট্রের উন্নয়নে অসাধারণ সেবা এবং প্রচেষ্টা করে যাওয়ার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন অটল বিহারী বাজপেয়ী।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২০১৮ সালের এই দিনে দিল্লির এইমস ৯৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি। তিনি প্রথম অ-কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী যিনি পাঁচ বছরেরও বেশি সময় এই পদে থেকেছেন।

ভারতীয় সংস্কৃতির বলিষ্ঠ কন্ঠ ছিলেন, অটল স্মরণে অমিত

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট (হি. স.): প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার নিজের একাধিক টুইট বার্তায় অমিত শাহ লিখেছেন, দেশভক্ত অটল বিহারী বাজপেয়ী ভারতীয় সংস্কৃতির বলিষ্ঠ কন্ঠ ছিলেন।রাষ্ট্রের প্রতি সমর্পিত রাজনীতিবিদ হওয়ার পাশাপাশি একজন দক্ষ সংগঠক ছিলেন। বিজেপির বিস্তারে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। দেশজুড়ে থাকা কয়েক কোটি কার্যকর্তাকে তিনি অনুপ্রাণিত করেছিলেন। অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন দেশ প্রথম বারের জন্য সুশাসনের স্বাদ পেয়েছিল। সর্বশিক্ষা অভিযান, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা মত যুগান্তকারী প্রকল্প তার আমলেই সম্ভব হয়েছিল। পোখরানে পরমাণু বিস্ফোরণ এবং কার্গিল বিজয় শক্তিশালী ভারতের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

বর্তমতম তাঁর দেখানো পথে চলেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার গরিবদের কল্যাণের জন্য কাজ করে করে চলেছে এবং ভারতকে বিশ্বগুরুতে পরিণত করতে দায়বদ্ধতা দেখিয়ে চলেছে।এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের টুইট বার্তায় লিখেছিলেন, রাষ্ট্রের উন্নয়নে অসাধারণ সেবা এবং প্রচেষ্টা করে যাওয়ার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন অটল বিহারী বাজপেয়ী।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২০১৮ সালের এই দিনে দিল্লির এইমস ৯৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী।১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি। তিনি প্রথম অ-কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী যিনি পাঁচ বছরেরও বেশি সময় এই পদে থেকেছেন।

অটলজির আত্মত্যাগকে দেশ কোনদিন ভুলবে না : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট (হি. স.): রবিবার প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রয়াণ দিবসে টুইটারে ভিডিও বার্তা প্রকাশ করে স্মৃতিচারণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন সংশ্লিষ্ট সেই ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ”অটল জির আত্মত্যাগকে দেশ কোনদিন ভুলবে না। তাঁর নেতৃত্বে ভারত পরমাণু শক্তিধর দেশ হিসেবে বিশ্ব মঞ্চে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। রাজনীতিবিদ, সংসদ, মন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি পদে থেকে তিনি আদর্শের নজির তৈরি করেছিলেন। তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য একাধিক। কোনোটা অন্যটা থেকে কম নয়।তার শক্তিশালী ভাষণ নিয়ে আগামী দিনে নিশ্চয়ই গবেষণা হবে। তাঁর ভাষণের জোর যেরকম ছিল তেমনি শক্তিশালী ছিল নীরবতা। জনসভায় কয়েকটি কথা বলার পর মাঝে মাঝে নীরব হয়ে যেতেন তিনি। কিন্তু সেই নীরবতার মধ্যে তিনি আদতে কি বলতে চাইছেন তা জনগণ বুঝতে পারত। এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের টুইট বার্তায় লিখেছিলেন, রাষ্ট্রের উন্নয়নে অসাধারণ সেবা এবং প্রচেষ্টা করে যাওয়ার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন অটল বিহারী বাজপেয়ী।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২০১৮ সালের এই দিনে দিল্লির এইমস ৯৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি তিনি প্রথম অ-কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী যিনি পাঁচ বছরেরও বেশি সময় এই পদে থেকেছেন।ভারতরত্ন সম্মানেও তাকে ভূষিত করা হয়েছে।

অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন রাজনাথ সিং এর

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট (হি. স.): প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। রবিবার নিজের টুইট বার্তায় বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ তথা বর্তমানে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং লেখেন, জনস্বার্থ এবং ভারতীয় উন্নয়নে তার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ভারতের প্রতি তাঁর দর্শন আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে যাবে। এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের টুইট বার্তায় লিখেছিলেন, রাষ্ট্রের উন্নয়নে অসাধারণ সেবা এবং প্রচেষ্টা করে যাওয়ার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। উল্লেখ করা যেতে পারে ২০১৮ সালের এই দিনে দিল্লির এইমস ৯৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি। তিনি প্রথম অ-কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী যিনি পাঁচ বছরেরও বেশি সময় এই পদে থেকেছেন। ভারতরত্ন সম্মানেও তাকে ভূষিত করা হয়।

অটল বিহারী বাজপেয়ীর স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এব

কলকাতা, ১৬ আগস্ট (হি. স.): প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রবিবার নিজের টুইট বার্তায় তিনি লেখেন, অটল বিহারী বাজপেয়ী একজন মহান রাজনীতিবিদ এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে।

প্রসঙ্গত অটল বিহারী বাজপেয়ীর মন্ত্রিসভার প্রথমে রেলমন্ত্রী পরে দফতরবিহীন মন্ত্রী এবং শেষে কয়লামন্ত্রীর পদে দায়িত্বভার সামলে ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একাধিক প্রসঙ্গে বিজেপির সাথে ভিন্নমত পোষণ করায় তিনি এনডিএ জোট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। যদিও ব্যক্তিগত স্তরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে তার সম্পর্ক বরাবর ছিল। এমনকি কালীঘাটে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন তিনি। উল্লেখ করা যেতে পারে ২০১৮ সালের এই দিনে দিল্লির এইমস ৯৩ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিনি।

সামাজিক দূরত্ব শিকেয় তুলে ভাঙড়ে জনসভা সওকাত মোল্লার

ভাঙড়, ১৬ আগস্ট (হি.স.): সামাজিক দূরত্ব শিকেয় তুলে রবিবার ভাঙড়ে জনসভা করল তৃণমূল কংগ্রেস। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সওকাত মোল্লার ডাকে এদিন প্রায় ৫০ হাজার মানুষ সভাতে অংশ গ্রহণ করেন। করোনা উপেক্ষা করে কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক জমায়েত করে মিছিল ও সভা করায় নিন্দার ঝড় উঠেছে রাজ্যজুড়ে। এদিন বিকালে বাসন্তী রাজ্য সড়কের কিছুটা অংশ অবরুদ্ধ করে এই মিছিল করেন শওকত। যে মিছিলে আসা বেশিরভাগ কর্মী সমর্থকদের মুখে মাস্ক দেখা যায়নি। খোদ বিধায়কের মুখে কোন মাস্ক ছিল না। মাস্ক ছিল না দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা তৃণমূলের কনভেনর পরেশ রাম দাসের মুখেও।

ফুরফুরা শরীফের পীরসাহেব আব্বাস সিদ্দিকির ওপর আক্রমনের অভিযোগে গত ১০ আগস্ট ঘটকপুকুরে বাসন্তী রাজ্য সড়ক চার ঘন্টা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান আব্বাস অনুগামীরা। সেদিন দুই ২৪ পরগণা ছাড়াও গোটা রাজ্যেই কম বেশি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন আব্বাস অনুগামিরা। সেই ঘটনার পাল্টা হিসাবে পরদিন ভাঙড়ের বোদরা অঞ্চলে একটি প্রতিবাদ সভা করেন শওকত। ওই সভা থেকেই শওকত ঘোষনা করেন ১৬ তারিখ ঘটকপুকুরে আরও বড় সভা করা হবে, যেখানে পঞ্চাশ হাজার লোক একত্রিত হয়ে আব্বাসের বিরুদ্ধে কড়া জবাব দেবে। শওকত মোল্লার ডাকে এদিন তৃণমূলের হাজার হাজার কর্মীরা সভাতে যোগ দেন। ভোগালী ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান

ছয়ের পাতায়

লাদাখ প্রসঙ্গে রাহুলকে কটাক্ষ রাম মাধবের

পাটনা, ১৬ আগস্ট (হি. স.): প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে সরব হলেন রাম মাধব। পূর্ব লাদাখে চিনা আগ্রাসন নিয়ে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন রাহুল গান্ধী। বিহারে পাটনায় দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাম মাধব জানিয়েছেন, স্বাধীনতা দিবসের দিন লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে নিজের ভাষণে ভারতীয় সেনা জওয়ানদের আত্মত্যাগের প্রশংসা উদাত্ত কণ্ঠে করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এমন ভাষণ শোনার পরে কেউ যদি এই ধরনের মন্তব্য করে তবে তার বিষয় ভিত্তিক গুরুত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের প্রসঙ্গে রবিবার রাহুল গান্ধী টুইট করে লেখেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বাদ দিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহসিকতা ও বীরতা নিয়ে কারও কোন সন্দেহ নেই। উল্লেখ করা যেতে পারে পাটনায় প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ির শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছেন রাম মাধব।

কাজিরঙায় ফের মাতৃহারা গণ্ডার শাবক উদ্ধার

কাজিরঙা (অসম), ১৬ আগস্ট (হি.স.) : কাজিরঙা জাতীয় উদ্যানে আরও একটি মাতৃহারা গণ্ডারের শাবক উদ্ধার হয়েছে। উদ্যানের কহঁরা রেঞ্জের সাখে দ-গাঁওয়ে মহিলা শাবকটিকে আজ রবিবার সকালে স্থানীয়রা দেখেন। তাকে দেখে প্রত্যক্ষদর্শীরা খবর দেন স্থানীয় বন দফতরে।

খবর পেয়ে কাজিরঙার পানবাড়িতে অবস্থিত বন্যপ্রাণী পুনঃসংস্থাপন ও সংরক্ষণ কেন্দ্রের পশু চিকিৎসক ডা. সামসুল আলি এবং ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার সেলিম আহমেদের নেতৃত্বে এক দল গিয়ে গণ্ডার শাবকটিকে উদ্ধার করে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে নিয়ে আসে। ডা. সামসুল আলি জানান, শাবকটির পায়ে কোনও ভাবে আঘাত লেগেছে। তাই ভালো করে দাঁড়াতে পারছে না। তাকে বন্যপ্রাণী পুনঃসংস্থাপন ও সংরক্ষণ কেন্দ্রে রেখে চিকিৎসা শুরু করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, আজকের উদ্ধারকৃত গণ্ডার শাবককে নিয়ে গত কয়েকদিনে তিনটি গণ্ডারের বাচ্চাকে পানবাড়ির বন্যপ্রাণী পুনঃসংস্থাপন ও সংরক্ষণ কেন্দ্রে আনা হয়েছে। এই কেন্দ্রেই তাদের প্রতিপালন করা হচ্ছে।

করোনা আবহে চিকিৎসা না পেয়েই মৃত্যু স্নায়ুরোগী

কলকাতা, ১৬আগস্ট(হি. স.): স্নায়ুরোগে আক্রান্ত এক অসুস্থ ব্যাক্তি বিগত চারদিন ধরে রাজ্যের ৫টি সরকারি হাসপাতালে ঘুরে অবশেষে মৃত্যু বরণ করলেন। এই অভিযোগ পাওয়ার পরেই কার্যত নড়েচড়ে বসেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। স্বয়ং স্বাস্থ্য সচিব দিয়েছেন আশ্বাস, কেন এমন হল তা খতিয়ে দেখা হবে।

মৃতের পরিবার সূত্রে খবর, হাওড়া শহরের বেলুড় এলাকার লালাবাবু সায়র রোডের বাসিন্দা মনোরঞ্জন রায়(৪২)১০ আগস্ট হঠাৎই বাড়িতে পড়ে গিয়ে চেতনা হারান। তার জেরে মাথায় আঘাত লেগে ভিতরে রক্ত জমাট বাঁধে। পরে জ্ঞান ফিরলেও হাঁটার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। এলাকারই একটি চটকলে কাজ করলেও লকডাউনের আগে থেকেই ঘরে বসে গিয়েছিলেন তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে। তাঁর স্ত্রী সোমা রায় পরিচারিকার কাজ করতেন। এরপরেই অবস্থা আরও সংকট জনক হলে, মনোরঞ্জনবাবুকে তার ভাই বিশ্বজিৎ রায় ও স্ত্রী সোমাদেবী প্রথমে উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে যান। কিন্তু সেখান থেকে তাঁদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় হাওড়া জেলা হাসপাতালে। সেখানে মনোরঞ্জনবাবুর মাথার স্ক্যান করা হলেও চিকিৎসকেরা বেশিদিনের জন্য তাঁকে ভর্তি নেননি। বরং পরেরদিনই জানিয়ে দেন রোগীর মাথায় রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে, দ্রুত অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন। তাই তাঁরা যেন তাঁকে নিয়ে আর জি কর হাসপাতালে যান। হাওড়া হাসপাতাল থেকে সেই রকম ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয়।

এরপর চিকিৎসকের পরমর্শমতো তাঁরা , হাওড়া হাসপাতালের অ্যাম্বুল্যান্সে করে আর জি কর হাসপাতালে যান। সেখানে তাঁকে এক ঘণ্টার জন্য ভর্তি নেওয়া হয়েছিল বলে জানান মৃতের ভাই। এরপরেই স্নায়ুরোগ বিভাগে বেড নেই এবং অন্য জায়গায় রাখলে করোনা হতে পারে জানাতেই তাঁরা ভয়ে সেখান থেকে চলে আসেন। বিশ্বজিৎ বাবু আরও জানান, '১২ আগস্ট দাদাকে পিজিতে নিয়ে যাই। কিন্তু সেখানেও শয্যা নেই জানিয়ে ১৩ আগস্ট তাঁদের রোগীকে নিয়ে ফের হাসপাতালে আসতে বলা হয়। ১৩ তারিখেও বাঙুর আর পিজির জরুরি বিভাগে বারবার ঘুরেও দাদাকে ভর্তি করা যায়নি।' শেষে মনোরঞ্জনবাবুকে তাঁরা বাড়ি ফিরিয়ে আনেন। বাড়িতেই ১৫ আগস্ট দুপুরে মারা যান তিনি।

এরপরেই ফের একবার করোনা পরিস্থিতিতে অন্য রোগে আক্রান্ত রোগীরা চিকিৎসা পাচ্ছেন না বলে যে অভিযোগ উঠছিল তা উস্কে ওঠে। খাস কলকাতার শহরের বুকে এই ঘটনার জেরেও ফের সেই অভিযোগই উঠল। পুরো বিষয়টি নবান্ন মারফত স্বাস্থ্য ভবনে জানানো হয়। রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম ওবশ্য জানিয়েছেন, 'যদি এমন ঘটে থাকে তা হলে ঠিক হয়নি। খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

অটল বিহারী বাজপেয়ীর নামে নামকরণ করা হবে গোয়ালিয়র চম্বল এক্সপ্রেসওয়ে

ভোপাল, ১৬ আগস্ট (হি. স.): গোয়ালিয়র-চম্বল এক্সপ্রেসওয়ের নাম পরিবর্তন করে করা হবে শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী চম্বল এক্সপ্রেসওয়ে। রবিবার এই ঘোষণা করেছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। এদিন প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন শিবরাজ সিং চৌহান। জনগণের স্বার্থে কাজ করে যাওয়ার অনুপ্রেরণা হচ্ছেন অটল বিহারি বাজপেয়ী বলে জানিয়েছেন তিনি। নিজের আদর্শ নিয়ে কোনদিন সমঝোতা করেননি তিনি। তার বুদ্ধিমত্তা এবং মেধার কাছে বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরাও হার মেনেছিল।পোখরানে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গোটা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

করোনায় নতুন করে আক্রান্ত মহারাষ্ট্রের পুলিশের ৩০৩ জন কর্মী

মুম্বই, ১৬ আগস্ট (হি. স.): মহারাষ্ট্রে করোনার বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত। প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। মারণ এই রোগ থেকে ছাড় নেই মহারাষ্ট্র পুলিশের। সেখানে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত ৩০৩। নিহত এক। ফলে সব মিলিয়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১২২৯০। এর মধ্যে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ২৩১৫। নিহত ১২৫। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠার সংখ্যা ৯৮৫০।

উল্লেখ করা যেতে পারে গোটা ভারতের মধ্যে করোনা আক্রান্তের নিরিখে মহারাষ্ট্র সবার থেকে এগিয়ে। রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও কোনও মতে রোধ করা যাচ্ছে না করোনার দৌরাত্ম্য। উল্লেখ করা যেতে পারে বিগত ২৪ ঘন্টায় গোটা ভারতে করোনা আক্রান্ত ৬৩৪৮৯। নিহত ৯৪৪।

অসম চুক্তির ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ বাতিলের দাবি সারা অসম ভূমিপুত্র খিলঞ্জিয়া কছারি সমাজের

গুয়াহাটি, ১৬ আগস্ট (হি.স.) : অসমচুক্তির ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ কার্যকর না করার পাশাপাশি এই ধারাকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করার দাবি তুলেছে সারা অসম ভূমিপুত্র খিলঞ্জিয়া কছারি সমাজ। এই চুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাতিল করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে কছারি সমাজ।

সারা অসম ভূমিপুত্র খিলঞ্জিয়া কছারি সমাজের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি লালসিং মুশাহারি, কার্যনির্বাহী সভাপতি মানস রাভা ও সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ সনোয়ালের যৌথ স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, অসম রাজ্য হচ্ছে ১০ হাজারের অধিক সময় ধরে কছারি রাজামলের ইতিহাস ভূমি, রাজভূমি, পিতৃভূমি, মাতৃভূমি, কর্মভূমি এবং স্বর্গভূমি। অসমে বসবাসকারী কছারি তথা জনজাতি গোষ্ঠীর উপর দমন নীতি আরোপ করার ফলে কছারিদের ভারতীয় সাংবিধানিক ও মৌলিক অধিকার সমূহ কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে কছারি সমাজ।

অন্যদিকে আসু ত্রিপাক্ষিক চুক্তিকৃত ৬ নম্বর অনুচ্ছেদে যে দাবিসমূহের দলিল প্রস্তুত করা হয়েছে তাতে কছারি তথা জনগোষ্ঠীয় ভূমিপুত্রদের মৌলিক অধিকার খর্ব করে কছারি সমাজের সর্বনাশের জন্য শোষণ শাসন ও প্রশাসন প্রক্রিয়ায় জাতি মাটি ভিটে, ভাষা সংস্কৃতি রাজনীতি প্রভৃতি শেষ করে দেওয়ার চক্রান্তের ইঙ্গিত বহন করছে।

যে সকল মানুষ অসমে বসবাস করে নিজেদের অসমিয়া দাবি করছেন আসলে তাঁরা অসমিয়া নন। সেক্ষেত্রে তাঁরা ভূমিপুত্র দাবি করছে কী করে? এই প্রশ্ন তুলেছে সারা অসম ভূমিপুত্র খিলঞ্জিয়া কছারি সমাজ। খিলঞ্জিয়া হওয়ার দাবিকারী মানুষরা আসলে উগ্র জাতীয়তাবাদী। তাঁরা আসলে রাষ্ট্রসংঘের নীতি অমান্যকারী ভারতের সংবিধানকে অমান্যকারী, ইতিহাস বিরোধী, আইন অমান্যকারী জনগোষ্ঠী। তাঁরা জানে না বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার নীতি ও আদর্শ। বিষ্ণুপ্রসাদ রাভাই বলে গেছেন, 'অসমের কছারি জনগোষ্ঠী অসমের আসল অসমিয়ার সঙ্গে একইভাবে ভূমিপুত্র তথা খিলঞ্জিয়া।'

কছারি সমাজ বলেছে, অসম সরকার এবং আসু একই টাকার এপিঠ এবং ওপিঠ। তাদের একই উদ্দেশ্য হচ্ছে অসমে বসবাসকারী কছারি ভূমিপুত্রদের গ্রাস করতে বলপূর্বক অসমিয়া ও খিলঞ্জিয়া হয়ে দমননীতির বিস্তারবাদী ও কছারিদের বিনাশকল্পে সংবিধানের মৌলিক অধিকার সমূহ কেড়ে নেওয়ার অভিসন্ধি।

এক্ষেত্রে কছারি সমাজ হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। তাঁরা জানিয়েছেন, আসু কছারি সমাজের অভিভাবক নয়। আসু ৬ বছর বিদেশি খেদাও আন্দোলন করে ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে অবৈধভাবে অসমে বসবাসকারী ৫০ লক্ষ বিদেশিকে স্বদেশি করেছে। এভাবে আসু বিদেশিকে স্বদেশি করার অধিকার কোথায় পেল? একইভাবে ভারতের সংবিধান বিরোধী অবস্থান নিয়ে অপরাধ করেছে আসু। এক্ষেত্রে কছারি সমাজ আসু-কে বিশ্বাস করে না এবং আসু-র দাবিও মানে না।

ছয়ের পাতায়

রাজস্থানে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৬৮৭ জন

জয়পুর, ১৬ আগস্ট (হি. স.): রাজনৈতিক দোলাচলের অবসান হলেও কংগ্রেস শাসিত রাজ্য রাজস্থানে করোনা দৌরাত্ম্য অব্যাহত। প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত ৬৮৭। নিহত ১৩। ফলে রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০৬৬৬। এর মধ্যে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ১৪২৬৫। সুস্থ হয়ে উঠেছে ৪৪০৪৮। নিহত ৮৭৫।

উল্লেখ করা যেতে পারে, করোনা মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের একাধিক পদক্ষেপে ইতিমধ্যেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন রাজ্যপাল। প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও কোনমতেই লাগাম লাগানো যাচ্ছে না করোনার দৌরাত্ম্যে। অন্যদিকে গোটা ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টা আক্রান্ত হয়েছে ৬৩৪৮৯। নিহত ৯৪৪।

প্রয়াত সাংবাদিক অভিজিৎ রাহা'র বাড়িতে যান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি- নিজস্ব।

প্রত্যয় মুখ্যমন্ত্রীর

● **প্রথম পাতার পর।।** রাজ্য যেখানে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষার মাধ্যমে কোভিড রোগী সনাক্তকরণ করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ৩৪ বছর পর নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং ঐতিহাসিকও। নতুন শিক্ষানীতি একটি বৈপ্লবিক ও ভবিষ্যম্মুখী পদক্ষেপ। এটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইতিবাচক এবং ফলপ্রসূ আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসবে।

রাজ্য সরকারের ভবিষ্যৎ কর্মসূচির প্রসঙ্গ তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনা নামে একটি নতুন মেগা প্রকল্পের সূচনা করতে যাচ্ছে। কৃষি, সেচ, হর্টিকালচার, মৎস্যচাষ, পশুপালন প্রভৃতি প্রাইমারি সেক্টরে যে সমস্ত প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত সমীক্ষা করা হবে এবং তাদেরকে কৃষি, সেচ, হর্টিকালচার, মৎস্যচাষ, পশুপালন ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপে সহায়তা করা হবে। গ্রামাঞ্চলে বার্ষিক ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার কম আয়ের পরিবারদের সাবসিডিতে সহায়তা করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে প্রত্যেক পরিবারকে একটি ফেমিলি বেনিফিট রিপোর্ট কার্ড দেওয়া হবে। এতে উল্লেখ থাকবে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৮-১৯ থেকে কি কি সুবিধা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা পরিষেবা আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। শহরতলী এলাকার ৫টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এখন থেকে স্পেশালিস্ট ওপিডি শুরু হতে যাচ্ছে। সবাইকে যাতে চিকিৎসার জন্য জিবি এবং আইজিএম হাসপাতালে ছুটে যেতে না হয় সেজন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় আগরবাতি শিল্পের পুনরুদ্ধারে এবং এই কাজের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের জীবিকার সংস্থান মুখ্যমন্ত্রী আগরবাতি আত্মনির্ভর মিশন নামে নতুন একটি প্রকল্প রাজ্যে চালু হতে যাচ্ছে। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজ্যের প্রাকৃতিক বনজ সম্পদ বাঁশকে কাজে লাগিয়ে আগরবাতি শিল্পের প্রসার এবং এর মাধ্যমে স্বনির্ভরতা সৃষ্টি করা। এর আওতায় ৫০০ গ্রামীণ পরিবারকে সাহায্য করা হবে যাতে ঘরে বসে বাঁশের ফালা উৎপাদন করে পরিবারপিছু প্রতিমাসে নয় হাজার টাকা আয় করা যায়। এর সঙ্গে যুক্ত করা হবে বড় বড় শিল্প ইউনিট যেখানে ব্যাম্বু স্ট্রিপকে ব্যাম্বো রাউন্ড স্টিকে পরিবর্তিত করা হবে। আরও তিনশোটি কেন্দ্র স্থাপন করা হবে যেখানে আগরবাতি তৈরি করা হবে। এই আগরবাতি ত্রিপুরার ভেতরে এবং বাইরে বিক্রি করা যাবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিন বছরের মধ্যে ৭৫ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে পাঁচ হাজার লোকের রোজগারের ব্যবস্থা করা হবে। এরফলে ত্রিপুরা আগরবাতি রাউন্ড স্টিক ও আগরবাতির মুখ্য সহকারী হিসেবে আগের অবস্থানে ফিরে আসবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২০-২১ অর্থবছরে উচ্চশিক্ষায় প্রফেশনাল কোর্সে পড়াশুনার জন্য এসসি, এসটি, ওবিসি ও সংখ্যালঘু ছাত্র ছাত্রীদের মুখ্যমন্ত্রী মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট গিফট কার্ড যোজনা নামে নতুন প্রকল্প চালু করা হবে। এই প্রকল্পে ১ লক্ষ টাকা গিফট কার্ডের মাধ্যমে দেওয়ার সংস্থান রয়েছে। সহজে ব্যাঙ্ক থেকে ছাত্রছাত্রীরা টাকা তুলতে পারবে। ব্যবসার উন্নতিকল্পে এসসি ও এসটি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন থেকে রাজ্যের সমস্ত মাছ ও শুকনো মাছ বিক্রেতাদের সাবসিডাইজড স্কিমের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে। তিনি বলেন, এসসি, এসটি এবং ওবিসি কর্পোরেশনগুলি ঋণ প্রদান প্রক্রিয়ায় গ্যারান্টির ক্ষেত্রে সরলীকরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যাতে ঋণ গ্রহীতারা সহজেই ঋণ পেতে পারেন।

রাজ্য সরকার আরও ৩০ হাজার নতুন মানুষকে সামাজিক পেনশন প্রদান করবে বলে ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ৩৩টি সামাজিক পেনশন প্রকল্পে বর্তমানে ৩ লক্ষ ৯২ হাজার ১৯৪ জন সুবিধা পাচ্ছেন। কোভিড- ১৯ পরিস্থিতিতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত রাজ্যে চাকরি প্রার্থীদের বয়সের উর্দ্ধসীমার ক্ষেত্রে ১ বছরের ছাড় দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনার আওতায় ৬০ হাজার ৮৮৬ জনকে আনা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২১ হাজার ৮০৮ জন এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর থেকে ৫ হাজার টাকা এবং স্বাস্থ্য দপ্তর জননী শিশু সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় গ্রামাঞ্চলে ৬০০ টাকা, শহর এলাকায় ৭০০ টাকা এবং পুরো ট্রান্সপোর্টেশনের খরচ দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টিগত দিকটি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নতুন করে মুখ্যমন্ত্রী মা পুষ্টি উপহার স্কিম সম্প্রতি চালু করা হয়েছে। এর আওতায় প্রত্যেক গর্ভবতী মায়েদের ৫০০ টাকা করে মোটে চার দফায় পুষ্টিকর খাবার উপহার দেওয়া হবে। এছাড়া এস এন পি প্রকল্পে বছরে ৩০০ দিন প্রতি বেনিফিসিয়ারির জন্য ২৮৫০ টাকা মূল্যের অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পোষণ অভিযান কর্মসূচিতে আই সি ডি এস-এর সুপারভাইজার সহ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ১০ হাজার ৭৩৫টি স্মার্টফোন ইতিমধ্যেই বিতরণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রমযোগী মানধন যোজনা সফলভাবে রূপায়িত হচ্ছে। এখন পর্যন্ত অসংগঠিত ক্ষেত্রে ২৭ হাজার ১৪৫ জন শ্রমিকের নাম রাজ্যে নথিবদ্ধ হয়েছে। এই প্রকল্প রূপায়ণে ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (শহর) রূপায়ণে উল্লেখযোগ্য পারদর্শিতার জন্য দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা প্রথম এবং সারা দেশের নিরিখে তামিলনাড়ুর পরেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ) প্রথম পর্যায়ে গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চল, পার্বত্য এবং হিমালয়ান রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনগণের চারটি মুখ্য চাহিদা পূরণের জন্য রাজ্য সরকার একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যা সংক্ষেপে পি এইচ ই ডব্লিউ হিসেবে অভিহিত। অর্থাৎ রাজ্যের প্রতিটি নাগরিক গুণমান সম্পন্ন বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং পরিশ্রম পানীয় জলের পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার প্রত্যেক বাড়িতে গুণমান সম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য দায়বদ্ধ। প্রতিটি পরিবারে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে স্মার্ট কাস্টমার কল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। গ্রামীণ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতি ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সৌভাগ্য প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এর ফলে ১০০ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে এবং এটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রশংসিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নের ফলে টোটাল ফারটিলিটি রেইট, শিশু মৃত্যুর হার, ম্যাটারনাল ডেথ হার কমেছে। যক্ষা ও ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার অনেক কমেছে। চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করার ফলে গত ৫ বছরের তুলনায় রাজ্য থেকে বহির্রাজ্যে রেফার কেইসের সংখ্যা কমছে। আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় এ বছরের জুলাই মাস পর্যন্ত রাজ্যে ১১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৫১০ টি ই-কার্ড প্রদান করা হয়েছে। যে পরিবারগুলি এই স্কিমের আওতায় আসবে না তাদের আয়ুষ্মান ত্রিপুরা প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ১১৬টি প্রাইমারি হেলথ সেন্টার এবং কমিউনিটি হেলথ সেন্টার প্রতিদিন রিপোর্ট পাঠানোর কাজ শুরু করেছে যে দেশের মধ্যে অনন্য। মোবাইল ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন সহ ই-হসপিটাল সম্পূর্ণভাবে চালু করা হবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এসেছে বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত দুই বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত শিক্ষার প্রসারে ৩২টিরও বেশি সংস্কার আনা হয়েছে যাতে উন্নত পঠন পাঠনের সুফল পাওয়া যায়। এই প্রথম রাজ্যে এনসিইআরটি পাঠক্রম চালু হয়েছে। বিদ্যালয়গুলিতে তথ্য প্রযুক্তির পরিকাঠামো বৃদ্ধি করার জন্য ২৫৩টি বিদ্যালয়ে ৪০০টি ল্যাপটপ কেনার প্রক্রিয়া হাতে নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০২২ সালের মধ্যে প্রতিটি পরিবারে পানীয় জল সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার অটল জলধারা প্রকল্প রূপায়ণ করছে। এই প্রকল্পে বিনামূল্যে পানীয় জলের পাইপলাইন সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে সরকার। এ পর্যন্ত ১,৭৮,৯২৩টি পরিবারে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ২০২০-২১ সালে এই প্রকল্পে ৩,৩১,৫৭৩টি পরিবারে জলের সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। শহরাঞ্চলে জল সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ত্রিপুরা জল বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুযোগ্য নেতৃত্বে রাজ্য হীরা মডেল কর্মসূচিতে এগিয়ে চলছে যোগাযোগ ও সংযোগ ক্ষেত্রে। এই অগ্রযাত্রায় রাজ্য আরেক ধাপ হীরা প্লাস স্তরে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আগরতলা-সাব্রুম জাতীয় সড়কের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর অন্য জাতীয় সড়কের অংশ বিশেষের কাজগুলি এগিয়ে চলেছে অথবা টেন্ডার পর্যায়ে রয়েছে বা সংশ্লিষ্ট নির্মাণ সংস্থাকে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়ে এতে রাজ্যের সঙ্গে আসাম ও মিজোরামের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে। এখন পর্যন্ত জাতীয় সড়কের নির্মাণের জন্য ৩, ১৯৩ কোটি টাকার আর্থিক অনুমোদন পাওয়া গেছে। এরমধ্যে ২,০০০ কোটি টাকার কাজের টেন্ডার দেওয়া হয়েছে। হাইওয়ে সেক্টরে এতো বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিয়োগ এর আগে আর কখনো হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সময়মতো নাগরিকদের পরিষেবা প্রদানের জন্য রাইট টু সার্ভিস অ্যাক্ট প্রণয়ন করতে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাব্রুমে ফেণী নদীর উপর সেতু নির্মাণের কাজ আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সম্পন্ন হতে চলেছে। এই সেতু নির্মিত হলে সাব্রুম থেকে চট্টগ্রামের দূরত্ব কমে দাঁড়াবে মাত্র ৬০ কিমি। তিনি বলেন, গোমতী ও মেঘনা নদীর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক প্রোটোকল রুট ইতিমধ্যে চূড়ান্ত হয়েছে। শীঘ্রই শ্রীমন্তপুর জেটিতে পণ্যবাহী বার্জ আসতে চলেছে এবং এরফলে জলপথে দেশের মূল ভূ-খন্ডের সাথে রাজ্যের সরাসরি সংযোগ ঘটবে। এই জলপথের মাধ্যমে আসা পণ্যসামগ্রী ত্রিপুরা হয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে পৌঁছানো এখন সময়ের অপেক্ষামাত্র। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ত্রিপুরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে লজিস্টিক হাবে পরিণত হবে এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা রাজ্যের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন করবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ২০১৯-২০ সালে এবং চলতি ২০২০-২১ সালে মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৭-১৮ সালের মাথাপিছু আয় যেখানে ছিলো ১,০০,৪৪৪ টাকা ২০১৯-২০ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১,২৩,৬৩০ টাকা। অর্থাৎ বিগত দুই বছরে গড়ে বার্ষিক বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১১.৫৪ যা দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বেশি। তিনি বলেন, ২০১৭-১৮ সালে রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পরিমাণ (জি এস ডি পি) ছিলো ৪৩,৬৮৮ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ সালে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫,৩৫৮ কোটি টাকা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আইনি নথিপত্র ছাড়াই বর্গাদার, ভূমিহীন কৃষকদের আর্থিক সহায়তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বর্গাদার ও ভূমিহীন কৃষকদের সহায়তা প্রকল্প নামে একটি নতুন স্কিম চালু করা হবে। এই লক্ষ্যে রাজ্যে এই প্রথম নাবার্ড ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সাথে মউ স্বাক্ষর হয়েছে। ১০ হাজার জয়েন্ট লায়াবেলিটি গ্রুপে সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ৫০ হাজার বর্গাদারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আত্মনির্ভর প্যাকেজের আওতায় বিশেষ করে ব্যবসা এবং ক্ষুদ্র, লঘু ও মাঝারি শিল্প ক্ষেত্রে বন্ধকহীনভাবে ৩ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ প্রদান করা হবে। এটা তরুণ শিল্প উদ্যোগীদের জন্য একটা বড় মাপের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। যাতে তারা খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বাঁশ, রাবার, কৃষি, ব্যবসা এবং মাছ ও মাংসের প্যাকেটজাতকরণের ক্ষেত্রে সুবিধা গ্রহণ করতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৮-১৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১২,৪৬৫টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে বা পদ পূরণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে বিভিন্ন দপ্তরে ৯,৯৩৭টি পদ পূরণ করা হয়েছে বা শূন্যপদ পূরণের প্রক্রিয়া চলছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার কোভিড- ১৯ এর কারণে রাজ্যে ফিরে আসা ব্যক্তিদের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, কৃষিক্ষেত্র হচ্ছে রাজ্যের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। আগামী পাঁচ বছরে মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চিত সেচ কর্মসূচিতে ৬১,০০০ হেক্টর এলাকায় সেচের সুযোগ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। এম জি এন রেগায় ২০১৭-১৮ সালের তুলনায় ২০১৯-২ সালে রেগায় শ্রম দিবস বৃদ্ধির হার ৯৫ শতাংশ। ২০১৯ সালে বছরে গ ৬১ দিনের শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছিলো এবং ১২টি অ্যাসপিরেশানাল র্লকে বছরে গড়ে শ্রমদিবস সৃষ্টির পরিমাণ ৮২ দিন। ২০২০-২১ সালে ৪ কোটি শ্রমদিবস সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যকে সবুজায়ন করার লক্ষ্যে এবং ইচ ওয়ান প্ল্যান্ট ওয়ান এই স্লোগানকে সামনে রেখে জাতীয় সড়কের দুপাশে সড়ক সৌন্দর্যায়ন ও বনায়ন করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা আরবান এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম টুয়েপ) এর মাধ্যমে শহর এলাকার গরীব অদক্ষ শ্রমিকদের বছরে ৫০ দিনের কাজের সুযোগ রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারও এবছরের ১ এপ্রিল থেকে এম জি এন রেগার দৈনিক মজুরির হার বৃদ্ধি করেছে। এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে রাজ্য সরকার টুয়েপে দৈনিক মজুরির হার বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলে এখন থেকে টুয়েপের কাজে শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি হবে ১৮৫ টাকা। আগে ছিলো ১৭৭ টাকা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে বেসরকারী জমি মালিকদের ১ টাকা মূল্যে এবং রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার সহ স্ব-শাসিত সংস্থার মালিকাধীন সরকারী জমিতে প্রতি পলিব্যাগ চারা গাছ বন দপ্তর থেকে বিনামূল্যে সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আগে পলিব্যাগ চারার মূল্য নেওয়া হতো ১২ টাকা করে। মুখ্যমন্ত্রী স্ব-নির্ভর যোজনার মাধ্যমে পুরো রাজ্যে প্রায় ১ লক্ষ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া চলছে। এর আওতায় সাবসিডাইজড লোনে, ইনসিওরেন্সের প্রথম কিস্তি সর্বোচ্চ ১০ টাকা, জি-এস-টি রেজিস্ট্রেশন, কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ৩০০০ টাকা পেনশন ও অবর্তমানে ১৫০০ টাকা ফেমিলি পেনশন দেওয়া হবে। এটা একটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ, যার ফলে পাঁচ লক্ষ লোকে উপকৃত হবেন।বিশেষ ক্ষুদ্র সুবিধা প্রকল্পে প্রধানমন্ত্রী স্ট্রিট ভেন্ডার আত্মনির্ভর নিধি যোজনায় কার্যকরী মুলধনের জন্য ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত সহজ কিস্তিতে ঋণ দেওয়া হবে। ত্রিপুরা আরবান প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (টুডা) আগরতলা শহরের সামগ্রিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।আগরতলা পুরানো জেলখানার জায়গায় একটি আই টি পার্ক টাউনশীপ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত এই প্রকল্পে ১১ তলা বিশিষ্ট হাইরাইজ বিল্ডিং গড়ে উঠবে যাতে থাকবে ৪২০টি অত্যাধুনিক ফ্ল্যাট, আই টি পার্ক, কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স। এতে ভূমিকম্প প্রতিরোধক, নাগরিক পরিষেবার সুবিধা, পার্কিং ইত্যাদি ব্যবস্থা থাকবে। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে অনলাইন বুকিং-এর কাজ শুরু হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

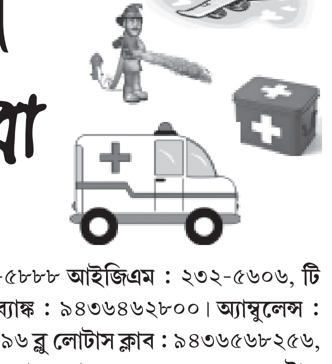

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শাসক জোটে

● **প্রথম পাতার পর।।** জমাতিয়া, বিশু সাহা, রতন কলই, মঙ্গল কলই, কমল কলই, শিবসাং লিয়ান কাইপেং, মঙ্গল সিং কলই, জগদীশ দেবনাথ এবং নারায়ণ কাইপেং সিপিএম ছেড়ে বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

তাঁর সাফ কথা, বিরোধীরাই বিজেপি-আইপিএফটির মধ্যে ঝামেলা পাকিয়ে রাজ্যের শান্তির পরিবেশ নষ্ট করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। একই সুরে বিরোধীদের বিঁধলেন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মাও। তিনি বলেন, বিজেপি-আইপিএফটি দুই দল আলাদা নীতি এবং আলাদা মতাদর্শে বিশ্বাসী। কিন্তু তবুও রাজ্যের স্বার্থে আমরা জোট বেঁধেছি। তবে এখন ত্রিপুরায় ক্ষমতাচ্যুতদের ইন্ধনেই ত্রিপুরায় শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হচ্ছে। তিনি দুই দলের কর্মীদের সতর্ক থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন। বিজেপি প্রদেশ কমিটির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেন, শরিক দলে সিপিএমের ক্যাডাররা প্রবেশ করেছেন। তাঁদের পরিচয় রাজনৈতিক দুর্বৃত্ত বলে আমরা মনে করি। আইপিএফটি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে এই আশা রাখছি। তাঁর সাফ কথা, তৈদু-তে দুই শাসক দলের সংঘর্ষে বিরোধীদের ষড়যন্ত্র রয়েছে। তাই, বিজেপি কর্মীদের সতর্ক থাকতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তবে তিনি দাবি করেন, বিজেপি-তে সিপিএম-এর ক্যাডারদের প্রবেশ কোনওভাবেই সম্ভব নয়।

এদিকে, সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাশ, দুই শাসক দলের অভিযোগ পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, সিপিএম-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে। এলাকা দখল নিয়েই শাসক জোটে বিরোধ দেখা দিয়েছে।

আহত ১

আটের পাতার পর

অসাবধানতার কারণেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

চাঞ্চল্য

আটের পাতার পর

চিকিৎসক আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

গ্রেপ্তার চালক

আটের পাতার পর

করা হবে বলে জানান বিশালগড় থানার সাব- ইন্সপেক্টর বিজয় দাস।পুজার স্বামী লরি সহ চালককে আটক করাতে একটু হলেও খুশি হয়েছে বলে যোগেন্দ্র দাসের মুখ থেকে শুনা গেছে।

রাবার বাগান

আটের পাতার পর

ক্ষেত্রে হীরা অর্থাৎ হাইওয়েজ, আইওয়েজ, রেলওয়েজ এবং এয়ারওয়েজ মডেল কর্মসূচিতে এগিয়ে চলেছে।

বর্তমান রাজ্য সরকারের সময়কালে হাইওয়েজ, ইন্টারনেট পরিষেবা, রেল পরিষেবা এবং এয়ারওয়েজের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে জাতীয় সড়কের জন্য কেন্দ্রীয় অনুমোদিত অর্থ। ইন্টারনেট পরিষেবার উন্নয়নের ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনলাইন প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। রেলওয়েজের উন্নয়নের ফলে রাজ্যে রাজধানী সহ বিভিন্ন দূরপাল্লা এবং ডেমো ট্রেন চলাচল করেছে। বিমান পরিষেবায়ও উন্নয়ন হয়েছে। প্রতিদিন ১৮টি বিমান রাজ্যে উঠানামা করেছে। তার সঙ্গে এখন জলপথে সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় রাজ্য আরেক ধাপ অর্থাৎ হীরা প্লাস স্তরে এগিয়ে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের চেয়ারম্যান বিনয় কুমার সাক্সেনা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত আত্মনির্ভর ভারত গড়ার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে। এজন্য ত্রিপুরায় ধূপকাঠির শলা উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানোর কথা উল্লেখ করেন তিনি। ধূপকাঠির শলা উৎপাদন বাড়লে রাজ্যে কর্মসংস্থান যেমন সৃষ্টি হবে তেমনি বিদেশ থেকে ধূপকাঠি রপ্তানির পরিমাণ কমাতেও সহায়ক ভূমিকা নিতে পারবে ত্রিপুরা। তিনি রাবার বাগান থেকে মধু সংগ্রহ বা প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত আত্মনির্ভর ভারতকে সামনে রেখে রাজ্য সরকারের সহায়তায় খাদি সামগ্রীর উন্নয়নের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে ত্রিপুরা খাদ্য ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদ। মৌমাছি প্রতিপালক সুবিধাভোগীদেরকে মধু উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি বিনামূল্যে সহায়ক সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে তাদের উৎপাদিত মধু বহিরাজ্যে বাজারজাতকরণের উদ্যোগ নেবে খাদি পর্ষদ বলে চেয়ারম্যান শ্রী ভট্টাচার্য জানান।

এছাড়া অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে এবং অধিকর্তা প্রশান্ত কুমার গোয়েল উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সিপিডব্লিউডি-র আগরতলা শাখার চিফ ইঞ্জিনিয়ার ব্রীজেন্দ্র সিংহ, খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের ত্রিপুরা শাখার ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা বিক্রম খান্ডেকর। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক ইঞ্জিনিয়ার রাজেশ কুমার দাস।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পরীদের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্বলিত একটি প্রচার পুস্তিকার আবরণ উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে পর্ষদের সমস্ত কর্মচারীগণ তাদের একদিনের বেতন মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে রাজ্যের উৎপাদিত মধু তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, ত্রিতল বিশিষ্ট এই ভবনটি ১২০৬.৮০ বর্গ কিলোমিটার জায়গায় নির্মিত হবে।

সি পি ডব্লিউ ডি এই ভবনটি নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছে। এই ভবনটির নির্মাণ কাজ দেড় বছরের মধ্যে সম্পন্ন লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ নির্মাণ কাজের জন্য ৭ কোটি ৭২ লক্ষ ১৫ হাজার ৫০০ টাকার অনুমোদন কেন্দ্রীয় খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন থেকে দেওয়া হয়েছে।

বৃদ্ধা

● **প্রথম পাতার পর।।** পাঠায়। পরিবারের লোকজনদের দাবি কোন ঝামেলাই নেই তাদের মধ্যে।

আক্রান্ত ২৭০ জন

● **প্রথম পাতার পর।।** ঊনকোটি জেলায় ৫ জন, ধলাই জেলায় ১৬ জন, খোয়াই জেলায় ১৬ জন, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৫২ জন, সিপাহিজলা জেলায় ১৭ জন, গোমতি জেলায় ২ জন এবং দক্ষিণ জেলায় ৯ জন রয়েছেন। তাদের মধ্যে পশ্চিম জেলায় এক জনকে হোম আইসোলেশনে রাখা হয়েছে।

বাজপেয়ীকে

● **প্রথম পাতার পর।।** একজন আদর্শবান জননেতার প্রতীক, যাঁর জীবৎকাল ভারতের গৌরবোজ্জ্বল গাঁথা গেয়ে যায়। সেই মহান জননেতা অটলবিহারী বাজপেয়ীজির প্রয়াণ দিবসে জানাই কোটি কোটি প্রণাম।

এদিন অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে বিজেপির প্রদেশ মুখ্য কার্যালয়ে করোনা-র স্বাস্থ্যবিধি মেনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। তাঁকে স্মরণ করে আলোচনা করেছেন বিজেপি নেতৃবৃন্দ। বিজেপি প্রদেশ সভাপতি ড় মানিক সাহা বলেন, প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা বিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা অটলবিহারী বাজপেয়ীর দ্বিতীয় প্রয়াণ দিবসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আগামীর পথে চলতে চাইছি। তাই, তাঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে তাঁকে স্মরণ করতে আমরা আলোচনায় অংশ নিয়েছি।

এদিকে, আজ সারা ত্রিপুরায় বিজেপি পার্টি অফিসগুলিতে প্রয়াত অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। দলীয় কর্মীরা অনেকে নিজের নিজের বাড়িতেও তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। বিজেপি বিধায়ক এবং সাংসদরাও তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে স্মরণ করেছেন।

মোদী

● **প্রথম পাতার পর।।** কোটি টাকার ”কৃষি পরিকাঠামো তহবিল” গঠন করা হয়েছে।

তাঁর আরও দাবি, ১,০০০ দিনের মধ্যে দেশের ছ”লাখের বেশি গ্রামে অপটিকাল ফাইবারের কাজ শেষ করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, স্বাধীনতা দিবস থেকেই ‘ন্যাশনাল ডিজিটাল হেলথ মিশন’ শুরু হচ্ছে। প্রত্যেক ভারতীয়কে হেলথ আইডি দেওয়া হবে। প্রতিটি টেস্ট, প্রতিটি অসুস্থতা, কখন কী শরীরা খারাপ হয়েছিল, সেই তথ্য থাকবে। প্রধানমন্ত্রী জানান, শীঘ্রই নয়া সাইবার সুরক্ষা নীতি নিয়ে আসা হবে।

তিনি বলেন, মেয়েদের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স পুনর্বিবেচনা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছি আমরা। সেই কমিটি রিপোর্ট জমা দেওয়ার পর আমরা উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেব।

প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়তার সাথে বলেন, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (চিন সীমান্ত) থেকে নিয়ন্ত্রণরেখা (পাকিস্তান সীমান্ত) হোক - কেউ ভারতের সার্বভৌমত্বের দিকে কেউ চোখ তুলে তাকালে তাদের ভাষাতেই যোগ্য জবাব দিয়েছেন ভারত জওয়ানরা। কেউ আমাদের সার্বভৌমত্বের দিকে চোখ তুলে দেখালে কী হতে পারে, তা আমাদের জওয়ানরা দেখিয়ে দিয়েছেন। লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে তাঁদের সম্মান জানাচ্ছি।

তাঁর দাবি, করোনাভাইরাস মহামারী বড় সমস্যা। কিন্তু আত্মনির্ভর ভারতের পথে অন্তরায় হতে পারবে না তা। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, করোনা এমন কিছু বড় বিপত্তি নয়, যা ভারতের আত্মনির্ভর হওয়ার পথে বাধা হবে।

গ্রেফতার জওয়ান

আটের পাতার পর

কর্মকারকে গ্রেপ্তার করেছে। তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। প্রতারক সিআরপিএফ জওয়ানের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিবারের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

আটক গাঁজা

আটের পাতার পর

বাহিনী বিএসএফ সর্বদা সতর্ক এবং কড়া প্রহরায় চালিয়ে বারবার সাফল্য পেতে চলেছে গত কয়েকদিন পূর্বে মিয়াপাড়া এলাকা থেকে ৭৯ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছিল বিএসএফ ৭৪ বাহিনীর জওয়ানরা জানা যায় আগামী দিনেও অভিযান এবং কড়া প্রহরায় থাকবে।

ঙ৮/১৬, ৮:২৪ ঞ্চপক্ষ ঋস্তুনখদ্ব: আবারও ফাঁসিতে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার এক বৃদ্ধের। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন নেহালচন্দ্রনগরে। মৃতার নাম লক্ষী রানি বিশ্বাস (৫৫), পরিবারের লোকজনরাই বাড়ির পার্শবর্তী রাবার বাগানে এই দেহ দেখতে পায়। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। পরিবারের লোকজনদের দাবি কোন ঝামেলাই নেই তাদের মধ্যে।

সওকাত মোল্লার

পাচের পাতার পর

মোদাসসের হোসেন প্রায় এক হাজার বাইক নিয়ে মিছিল যোগ দিতে গিয়ে ৯১ বাস রুট অবরুদ্ধ করে দেন, অপরদিকে তৃণমূল নেতা মীর তাহের পদমিছিল করে সভাতে যাওয়ার সময় কালিকাপুর রোড একরকম নো এট্রি করে দিতে হয়। ফলে মিছিলের জন্য শুধু বাসন্তী রাজ্য সড়ক নয় পাশাপাশি ভাঙড়ের ৯১ নং রুট, সোনারপুরের এস ডি ৩ নং রুট, মালঞ্চ, ভোজেরহাট, ভাঙড়, বোদরা সর্বত্র রাস্তা নো এন্টি করে দেওয়া হয়। এজন্য বহু মানুষকে দুর্ভোগে পোহাতে হয় সন্ধ্যা পর্যন্ত।

শওকত তাঁর বক্তব্যে বলেন, “কেউ আব্বাস সিদ্দিকি সাহেব কে অপমান করেন নি, কেউ তাঁর গাড়িতে হাত দেননি। কেউ তাঁর গায়েও হাত দেননি। পুরোটাই মিথ্যা প্রচার হয়েছে। ধর্মের নামে অশান্তির চেষ্টা হয়েছে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। কেউ কেউ বলছেন আমি নাকি আব্বাস সিদ্দিকির জন সমর্থন দেখে ভয় পেয়েছি। লোকজন কার সাথে আজে আশাকরি আজকের জনসভার পর তা আর নতুন করে বলতে হবে না”। করোনা ভাইরাসের অতিমারি ভুলে কি ভাবে এত মানুষ নিয়ে জমায়েত করলেন? প্রশ্নের উত্তরে শওকত বলেন, “দুটি করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হচ্ছে। একটা কোভিড ১৯, আরেকটা সাম্প্রদায়িক বিভেদ কামী শক্তি নামক ভাইরাস। প্রথমটার জন্য ঘরে থাকলেও দ্বিতীয়টার জন্য রাস্তায় নামতে হচ্ছে”।

তৃণমূলের এদিনের এই সভা নিয়ে বিজেপি, সিপিএমের নেতৃত্বরা নিন্দা করেছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা বিজেপির সভাপতি হরিকৃষ্ণ দত্ত বলেন, “ তৃণমূল সভা, মিছিল করলে কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু বিজেপি সভা করতে গেলেই পুলিশ প্রশাসন বাধা দেয়। ওদের বেলায় করোনা ছড়ায় না, ভাইরাস সেই সময় লুকিয়ে থাকে। যত নিয়ম সব বিরোধীদের জন্য। এই সরকার ঘরে ঘরে ভাইরাস ঢুকিয়ে দিচ্ছে, আজকের মিছিল তার অন্যতম উদাহরণ।” বিজেপির মতোই একইভাবে তৃণমূলের এই সভার সমালোচনা করেছে সিপিএম সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি।

কছারি সমাজের

পাচের পাতার পর

কছারি সমাজ আরও বলেছে, অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের ইতিহাসজ্ঞান লব্ধ করার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ অসমের ইতিহাসের স্বল্পজ্ঞান নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসা দুর্ভাগ্যজনক। অসমের ইতিহাসে কোচ রাজবংশীয় জাতি বলে কোনও কিছুর নিদর্শন নেই। সেক্ষেত্রে রাজনীতির ক্ষুদ্র স্বার্থে ইতিহাসকে হত্যা করে কীভাবে কমতাপুর স্বশাসিত পরিষদ গঠন করা হচ্ছে? এই পরিষদ বাতিলের দাবিও জানানো হয়েছে কছারি সমাজের প্রেস বিবৃতিতে। কারণ সেই সময় ওই এলাকায় কছারি রাজার রাজত্ব ছিল। কিন্তু কোচ রাজবংশী কছারি জাতির আওতাভুক্ত নয়।

প্রকৃতপক্ষে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মাই বড়ো কছারি বিরোধিতায় বিটিসি শেষ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন। ফলে বড়ো কছারি লোকজন তীব্র আন্দোলন করে আগামী নির্বাচনে বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে স্পষ্ট উল্লেখ করেছে সারা অসম খিলঞ্জিয়া কছাড়ি সমাজ।

াঙ্গন

৭ জন দুই জায়গায় পজিটিভ, ৩ জনকে ঘিরে পজিটিভ-নেগেটিভ ধোঁয়াশা

২৪ ফুটবলারের মধ্যে ১৮জনই ছিলেন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। পরীক্ষা করা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ)। খবরটা দেশের ফুটবল ছাপিয়ে সবার কাছেই ছিল চমকে ওঠার মতো। এত বেশি সংখ্যক ফুটবলার করোনায় আক্রান্ত দেখে তিন দিনের মাথায় আবার পরীক্ষার উদ্যোগ নেয় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)।এবার দুটি হাসপাতালে ৩০ জন ফুটবলারের করোনা পরীক্ষা হয়েছে। দুই জায়গাতেই ২০ জন ফুটবলারের করোনা নেগেটিভ এসেছে। ৩ জনের এক জায়গায় পজিটিভ আরেক জায়গায় নেগেটিভ এসেছে (রিয়াদুল হাসান, রায়হান হাসান ও রাকিব হোসেন)। বাকি ৭ জন দুই জায়গাতেই পজিটিভ। তাঁরা হলেনএসএম বাবলু, রবিউল হাসান, ফয়সাল আহমেদ, টুটুল হোসেন, শহিদুল আলম, আনিসুর রহমান ও বিশ্বনাথ ঘোষ।বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন আজ এই তথ্য জানিয়েছে। বাফুফে আরও জানায়, নেগেটিভ ও পজিটিভ দুরকম ফল আসা ৩ ফুটবলারকে বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে করোনাক্রান্ত ৭ জনের। তবে সেটি গাজীপুরের সারাহ রিসোর্টে নয়।

জাতীয় দলের ক্যাম্প আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। আগামীকাল সবাই ক্যাম্প থেকে ফিরে যাবেন যে যাঁর ঠিকানায়।বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপের খেলা অক্টোবর-নভেম্বরে হচ্ছে না বলেই ক্যাম্প বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাফুফে। মূলত কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিমান যাতায়াতে সমস্যার কারণ দেখিয়ে খেলা পিছিয়ে দিয়েছে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি)। আগামী বছরের শুরুর দিকে হতে পারে বিশ্বকাপ ও এশিয়ান কাপের যৌথ বাছাইপর্বের বাকি ৪ রাউন্ড।বাফুফের সাধারণ সম্পাদক আবু নাইম বলেছেন, ‘জাতীয় দলের ক্যাম্প পুনরায় কবে শুরু হবে, সে ব্যাপারে সময়মতো সিদ্ধান্ত নেবে বাফুফে। আপাতত করোনা আক্রান্ত ফুটবলারদের চিকিৎসার বিষয়টি বাফুফে দেখভাল করবে।’

সঞ্জয় দত্তের ব্যথাটা ভালোই বুঝতে পারছেন যুবরাজ

বলিউড অভিনেতা সঞ্জয় দত্তের ফুসফুসে ক্যানসার ধরা পড়েছে, এমন একটা খবর চাউর হয়েছে কদিন ধরে। কয়েকদিন আগে শ্বাসকষ্ট নিয়ে তাঁকে মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গতকাল রাতে বলিউডের চলচিত্র সমালোচক ও বাণিজ্য বিশ্লেষক কমল মেহতা এক টুইটে জানান, ৬১ বছর বয়সী ভারতের জনপ্রিয় এই অভিনেতা তৃতীয় পর্যায়ের ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন।সঞ্জয়ের পরিবার থেকে অবশ্য ফুসফুসের ক্যানসারের বিষয়টি খোলাসা করা হয়নি। তাঁর স্ত্রী মান্যতা সঞ্জয়ের অসুস্থতা নিয়ে ‘গুজব’ না ছড়ানোর অনুরোধ করেছেন। সঞ্জয় নিজে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বলেছেন, অসুস্থতার জন্য তিনি কিছুদিন কাজ থেকে দূরে থাকবেন। সঞ্জয় সবাইকে ‘বাজে চিন্তা’ ও ‘অযৌক্তিক অনুমান’ থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।তবে ক্যানসারের কথা শুনেই হয়তো নিজের অতীত লড়াইয়ের কথা মনে পড়েছে ভারতের সাবেক ক্রিকেটার যুবরাজ সিংয়ের। সঞ্জয়কে অনুপ্রেরণা জানাতে টুইট করেছেন ভারতের ফুসফুসের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ২০১১ ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক। সঞ্জয়ের কী কষ্ট হচ্ছে, সেটা তিনি বুঝতে পারছেন বলে জানিয়েছেন। ক্যানসারের কথা সরাসরি উল্লেখ না করেই সঞ্জয়কে ট্যাগ করে যুবরাজের টুইট, ‘আপনি সব সময়ই দারুণ লড়াকু একজন মানুষ।

এটার কষ্টটা আমি বুঝি। কিন্তু আমি এটাও জানি আপনি মানসিকভাবে অনেক শক্তিশালী, সেটি দিয়েই এই কঠিন সময় থেকে বেরিয়ে আসবেন। আপনার দ্রুত সুস্থতার জন্য আমার শুভ কামনা ও প্রার্থনা সব সময়ই থাকবে।’ফুসফুসের ক্যানসারের বেদনা যুবরাজ খুব ভালো করেই বোঝেন। ২০১১ বিশ্বকাপের পরপরই তাঁর ফুসফুসে ক্যানসার ধরা পড়ে। ক্যানসারের সঙ্গে এক বছরের লড়াইয়ে জিতেই তিনি আবারও ক্রিকেটে ফিরে আসেন। সেই যুবরাজের শুভকামনা অসুস্থতার এই সময় সঞ্জয় দত্তকে শক্তি জোগাবে, সন্দেহ নেই।শনিবার সন্ধ্যায় শ্বাসকষ্ট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন সঞ্জয়। সেখানে তাঁর করোনা পরীক্ষাও করা হয়। সে পরীক্ষায় অবশ্য নেগেটিভ ফল আসে। তবে গত রাতে কমল মেহতার টুইটের পর বিষণ্ণতার ছায়া নেমে এসেছে মুম্বাইয়ের সিনেমা জগতে।

শ্রীলঙ্কা সফর শুরু ২৩ সেপ্টেম্বর

বিসিবি কার্যালয়ে বৈঠক শেষে প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন, ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান আকরাম খান ও হাই পারফরম্যান্স বিভাগের প্রধান নাঈমুর রহমান। ছবি : প্রথম আলো একসঙ্গে শ্রীলঙ্কা যাবে জাতীয় দল ও হাইপারফরম্যান্স দল।তারিখটা কয়েক সপ্তাহ ধরেই সবার মুখে শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু বিসিবির পক্ষ থেকে কেউ নিশ্চিত করে কিছু বলছিল না। আজ মিরপুরে বিসিবি কার্যালয়ে এক বৈঠক শেষে জাতীয় ও এইচপি (হাইপারফরম্যান্স) দলের শ্রীলঙ্কা সফরের তারিখ চূড়ান্তভাবে জানিয়েছে বিসিবি। সব ঠিক থাকলে আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর এক সঙ্গে শ্রীলঙ্কা যাবে এই দুই দল।সফরে তিনটি টেস্ট ও তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলার কথা থাকলেও নভেম্বরে শ্রীলঙ্কার ঘরোয়া ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট শুরু হবে বলে শেষ মুহূর্তে সে দেশের বোর্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজটি সূচি থেকে বাদ দিয়েছে। এখন হবে শুধু তিনটি টেস্ট। সিরিজের আগে প্রস্তুতি ম্যাচের জন্য শ্রীলঙ্কা থেকে কোনো দল পাওয়া যাবে না বলে বাংলাদেশ থেকেই নেওয়া হচ্ছে এইচপি দলকে।সভা শেষে বিসিবির হাই পারফরমেন্স ইউনিটের প্রধান নাঈমুর রহমান বলেছেন, ”হাই পারফরম্যান্স দলের শ্রীলঙ্কায় একটা সফর ছিলই। এখন একটু আগে গেলে আমাদের জাতীয় দলের জন্য ভালো হয়। সঙ্গে এইচপির ক্যাম্পটাও করা হলো। আমাদের দেশের করোনা পরিস্থিতি ভালো নয়। সেখানে ক্যাম্প করলেই সুবিধা হবে।”সভায় আরও ছিলেন বিসিবির প্রধান নির্বাহী নিজাম উদ্দিন চৌধুরী, ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান আকরাম খান, হাই পারফরমেন্স ইউনিটের প্রধান নাঈমুর রহমান ও দুই নির্বাচক মিনহাজুল আবেদীন ও হাবিবুল বাশার।সফরের জন্য জাতীয় দল ও হাই পারফরম্যান্স দল ঘোষণা করা হবে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। করোনার কারণে সফর জটিলতার কথা ভেবে জাতীয় দলটা স্বাভাবিকের চেয়ে বড়ই হবে। হাই পারফরম্যান্স দলও হবে দীর্ঘ। জাতীয় দল ও হাই পারফরম্যান্স দল মিলিয়ে প্রায় ৪০ জন ক্রিকেটারের বহর যাবে শ্রীলঙ্কায়।সঙ্গে কোচ, কর্মকর্তারা তো থাকবেনই।নির্বাচক হাবিবুল বাশার জানান, ”সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে দল যাবে। তার আগে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে দল ঘোষণা করা হবে। এখন ক্রিকেটার আনা—নেওয়া করা সহজ নয় বলে একটু বেশি ক্রিকেটার নিতে হবে। জাতীয় দলের খেলোয়াড় সংখ্যা ১৫ জনের বেশিই হবে। এইচপির ২৬ জনের দল আছে। চোট না থাকলে ওদের পুরো দলটাই যাবে।”সিরিজের সূচি এখনো ঘোষণা না হলেও ২৪ অক্টোবর শুরু হতে পারে বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কার মধ্যকার প্রথম টেস্ট। জাতীয় দল ও হাই পারফরম্যান্স দলের প্রস্তুতি ক্যাম্প দেশেই শুরু হলেও এর বেশিরভাগটা হবে শ্রীলঙ্কাতেই। সফরের প্রথম তিন সপ্তাহের খরচ বিসিবিকে বহন করতে হবে। জাতীয় দল ও হাই পারফরম্যান্স দলের সিরিজ শুরুর ঠিক আগে থেকে তাদের খরচ বহন করবে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট।

লিভারপুলের ৩ জনকে পেছনে ফেলে সেরা ডি ব্রুইনা

২০১৯-২০ প্রিমিয়ার লিগে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতেছেন ম্যানচেস্টার সিটির ডি ব্রুইনা।গতকাল রাতে অলিম্পিক লিওঁর কাছে হেরে চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে বিদায় নিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। স্বাভাবিকভাবে এমন হারের পর হতাশায় ভুগছেন দলটির তারকা মিডফিল্ডার কেভিন ডি ব্রুইনার। তবে সেই ক্ষতে কিছুটা প্রলেপ দিতে পারে ২০১৯-২০ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার। দর্শকদের ভোটে এবার প্রিমিয়ার লিগ মৌসুমের সেরা ফুটবলারের পুরস্কার জিতেছেন ২৯ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার। গত ৯ মৌসুমে ভিনসেন্ট কোম্পানি ও এডেন হ্যাজার্ডের পর তৃতীয় বেলজিয়ান ফুটবলার হিসেবে এই পুরস্কার পেলেন ডি ব্রুইনা।মৌসুমটা এবার ভালো যায়নি ম্যানচেস্টার সিটির। লিভারপুলের কাছে হারিয়েছে প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা। টিকে ছিল চ্যাম্পিয়নস লিগের আশা। কাল রাতে সেমিফাইনাল ওঠার লড়াইয়ে সে স্বপ্নের গুঁড়েও বালি। তবে যে লিভারপুলের কাছে লিগ শিরোপা খুইয়েছে ব্রুইনার ম্যান সিটি, সে দলের তিনজনকে পেছনে ফেলে সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন ব্রুইনা। দর্শকদের ভোটে এই পুরস্কার জয়ের পথে তিনি হারিয়েছেন লিভারপুলের ট্রেন্ট আলেক্সান্ডার-আর্নল্ড, জর্ডান হেন্ডারসন ও সাদিও মানেকে। এদের মধ্যে লিভারপুল অধিনায়ক হেন্ডারসন অবশ্য ইংল্যান্ডের ফুটবল লেখকদের সংগঠনের (এফডব্লুএ) মৌসুমসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পেয়েছেন।

এবার সমর্থকদের চোখে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারের দৌড়ে ডি ব্রুইনা পেছনে ফেলেছেন সাউদাম্পটন স্ট্রাইকার ড্যানি ইংস, লেস্টার সিটি স্ট্রাইকার জেমি ভার্ডি ও বার্নলি গোলকিপার নিক পোপকেও। ব্রুইনার সেরা খেলোয়াড় হওয়াটাই হয়তো স্বাভাবিক ছিল। সিটি এবার লিগে অধারাবাহিক থাকলেও দুর্দান্ত খেলেছেন বেলজিয়ান এই প্লেমেকার। নিজে গোল করেছেন ১৩টি, সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন আরও ২০টি। তাতে ছুঁয়ে ফেলেছেন গোল করানো বা অ্যাসিস্টের লিগ রেকর্ডও। ২০০২-০৩ মৌসুমে ২০ গোল করিয়ে রেকর্ডটা গড়েছিলেন কিংবদন্তি আর্সেনাল ফরওয়ার্ড থিয়েরি অঁরি।

করোনায় চলে গেলেন ভারতের প্রাক্তন ওপেনার

করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার চেতন চৌহান। ৭৩ বছর বয়সী ভারতের সাবেক এই ওপেনারের শরীরে গত মাসে করোনা শনাক্ত হওয়ার পর থেকেই হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। এর আগে দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিলেন কিডনি ও উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায়। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে আজ শেষ পর্যন্ত হাসপাতালেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন ৭০ দশকের তারকা এই ক্রিকেটার। ভারত জাতীয় দলে চৌহানের অভিষেক ১৯৬৯ সালে। ১৯৮১ সালে অবসর নেওয়ার আগ পর্যন্ত ভারতের জার্সিতে খেলেছেন ৪০ টেস্ট ও সাত ওয়ানডে। টেস্টে কোনো সেঞ্চুরি নেই তাঁর, ১৬ হাফ সেঞ্চুরিসহ রান করেছেন ২০৮৪। সাতটি ওয়ানডেতে মোট রান ১৫৩। সুনীল গাভাস্কারের সঙ্গে তাঁর উদ্বোধনী জুটিটা বিখ্যাত ছিল ভারতে, দুজন মিলে ১০ বার এক শোরও বেশি রানের জুটি গড়েছেন, করেছেন তিন হাজারেরও বেশি রান।আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর চৌহানকে দেখা গেছে বিভিন্ন দায়িত্বে। দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার সচিব থেকে শুরু করে হয়েছিলেন সভাপতিও।

ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফরে একবার হয়েছিলেন দলের ম্যানেজারও।

রাজনীতিতেও সক্রিয় ছিলেন, দুইবার উত্তর প্রদেশের সাংসদ হয়েছে, একবার হয়েছেন মন্ত্রী।তাঁর শরীরে করোনা শনাক্ত হলেই লক্ষ্মৌর সঞ্জয় গান্ধী হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। অবস্থার অবনতি হলে গুরগাঁওয়ের মেদান্ত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। শুক্রবার শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হলে নেওয়া হয়েছিল লাইফ সাপোর্টে।

সিনেমা দেখিয়ে খেলায় টানবে উশু

রুপালি পর্দায় তারকাদের অ্যাকশন দৃশ্যে চোখের পলক পড়ে না দর্শকদের। কুংফু, কারাতে, তায়কোয়ান্দো, উশুর মতো বিভিন্ন মার্শাল আর্টে পারদর্শী হলিউডের অভিনেতা জ্যাকি চ্যান, ব্রুস লি, জ্যঁ-ক্লদ ভ্যান ড্যামদের সিনেমা সহজেই মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছে। এমনকি নব্বইয়ের দশকে শুধু মার্শাল আর্টভিত্তিক সিনেমা দিয়েই এ দেশে জনপ্রিয় হয়েছিলেন অভিনেতা মাসুম পারভেজ রুবেল। মার্শাল আর্টভিত্তিক খেলা উশু মূলত চাইনিজ কুংফু। উশুকে বাংলাদেশে জনপ্রিয় করতে এবার সিনেমা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ উশু ফেডারেশন।সিনেমা তৈরির প্রাথমিক পরিকল্পনা হিসেবে আজ ফেডারেশনের কার্যালয়ে চলচ্চিত্র পরিচালক এইচ এম রনির সঙ্গে সভা করেছেন উশুর সাধারণ সম্পাদক দুলাল হোসেন। দেশের মানুষের কাছে এখনো জনপ্রিয় হতে না পারা এই খেলাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই এমন উদ্যোগ নিয়েছেন বলে জানালেন সাধারণ সম্পাদক, ‘উশুকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দিতে নিয়মিত টুর্নামেন্টের আয়োজন করে যাচ্ছি আমরা। কিন্তু তারপরও সাধারণ মানুষ উশু খেলা বুঝতে পারে না। এই খেলায় আসতে আগ্রহ দেখায় না। আমরা এজন্য একটা সিনেমা তৈরির পরিকল্পনা করেছি যেটার গল্প থাকবে উশুকে কেন্দ্র করে। এই খেলার নিয়মকানুন, কীভাবে খেলতে হয়, কোন কোন সরঞ্জাম লাগে সব কিছু তুলে ধরা হবে সিনেমার মাধ্যমে।’

যদিও সিনেমার জন্য চূড়ান্তভাবে কোনো নায়ক নায়িকার নির্বাচন করেনি ফেডারেশন। তবে এই সিনেমায় জাতীয় দলের উশু খেলোয়াড়দের অনেক দৃশ্যে দেখা যাবে। গল্পের প্রয়োজনেই তাঁদের রাখা হবে বলে জানালেন সাধারণ সম্পাদক। সিনেমার বাজেট ধরা হয়েছে প্রায় দুই কোটি টাকা। প্রয়োজনে নেপাল ও থাইল্যান্ডেও শুটিং হতে পারে বলে জানান দুলাল, ‘আমরা সিনেমার গল্পে মাদকবিরোধী বক্তব্য রাখব। আত্মরক্ষার কৌশল শেখাব। গল্পের প্রয়োজনেই বিদেশে মার্শাল আর্টের লড়াইয়ের দৃশ্য রেখেছি। আমরা চাই সিনেমাটা সবার কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠুক। পাশাপাশি উশু খেলাটাও যেন মানুষ বুঝতে পারে, সেটাই আমাদের চাওয়া।’ঘরোয়া টুর্নামেন্ট নিয়মিতই আয়োজন করছে উশু ফেডারেশন। আন্তর্জাতিক সাফল্যও পাচ্ছেন খেলোয়াড়েরা। নেপালে হওয়া সর্বশেষ এসএ গেমসে উশু থেকে এসেছে ৩টি রুপা ও ১০টি ব্রোঞ্জ পদক।

কল্যাণী এলাকায় যুবকের আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। রাজধানী আগরতলা শহরের কল্যাণীতে এক যুবক আত্মহত্যা করেছে । জানা যায় পারিবারিক কলহের জেরে যুবক আত্মহত্যা করেছে। কল্যাণী এলাকার একটি বাড়িতে মা এবং ছেলে ভাড়া থাকতো। শনিবার সন্ধ্যা নাগাদ মা এবং ছেলের মধ্যে প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডা হয়। গুণধর পুত্র তার মাকে মারধর করে ঘর থেকে বের করে দেয়। মা অন্যত্র আশ্রয় নেন। রবিবার সকালে ঘরের দরজা খুলছে না দেখে বাড়ির মালিক বিষয়টি স্থানীয় লোকজন এবং তার আত্মীয় পরিজনদেরকে ফোন করে জানান। শেষ পর্যন্ত ঘরের দরজা ভেঙ্গে তারা লক্ষ্য করেন বিশ্বজিৎ নামে ওই যুবকের মৃতদেহ ফাঁসিতে ঝুলছে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির মালিক আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। ফাঁসিতে যুবকের মৃত্যুর ঘটনার সংবাদে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে ওই যুবক প্রতিনিয়তই আকণ্ঠ মদ্যপান করে মার সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হতো ।

মোহনপুর বাজারে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। সিধাই এর মোহনপুর বাজারে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরের দল সিধাই বাজারের সুমন দেবের মোবাইল ফোন বিক্রির দোকানে হানা দিয়ে লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী হারিয়ে গেছে। দোকান দোকান ঘরের টিনের ছাউনি খুলে ভেতরে প্রবেশ করে এই চুরির ঘটনা সংঘটিত করেছে চোরের দল। রবিবার সকালে দোকান খুলতে এসে বিষয়টি নজরে আসে দোকানের মালিকের। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি তিনি অন্যান্য ব্যবসায়ী এবং পুলিশকে জানান। খবর পেয়ে সিধাই থানার পুলিশ ছুটে এসে ঘটনা তদন্ত করে। তবে চুরি যাওয়া মোবাইল সহ অন্যান্য জিনিসপত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।মোহনপুর বাজারে চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীসহ স্থানীয় জনগণের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। বাজারে রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় জনগণের তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

চিকিৎসককে মারধোর, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। মোহনপুরে এক চিকিৎসককে মারধর করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে সিধাই থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় মোহনপুর পশ্চিম তারানগর এ মশারি বিতরণ চলছিল। মশারি বিতরণকে কেন্দ্র করে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা হচ্ছিল না। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য ওই চিকিৎসক মশারি নিতে আসা লোকজনদেরকে বলেছিলেন। তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে চিকিৎসকের ওপর হামলা চালায়। এক ব্যক্তি চিকিৎসকের গালে চপেটাঘাত করে। মূল অভিযুক্তের নাম শংকর দেব। আক্রান্ত চিকিৎসক বিষয়টি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে এলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। সিধাই থানায় অভিযুক্তের নাম সহ এফআইআর গৃহীত হয়েছে। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তিনি আক্রান্ত চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলেন। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী আক্রান্ত চিকিৎসককে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ছয়ের পাতায় দেখুন

শনিবার অসম রাইফেলস্ ময়দানে সারম্বরের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

গরুর খুঁটি দেওয়াকে কেন্দ্র করে ছুরির আঘাতে আহত এক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ আগস্ট।। বাড়ির পালিত গরুকে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে আজ সকাল ১১ টায় বিশালগড় রঘুনাথপুর এলাকার নিবাসী জসীমউদ্দীন তার সীমানার পার্শবর্তী এলাকার একটি রাস্তার মধ্যে গরুকে খাওয়ানোর জন্য খুঁটি দিতে যান। আর তাতেই বাদে বাধা-বিপত্তি। জসীমউদ্দীন বাড়ির পাশেই আরেক যুবক আরিফুল আলম গরুটিকে রাস্তার মধ্যে খুঁটি দেওয়া কে মেনে নিতে পারছেন না। প্রথমে গরুটি কার কার বলে চিৎকার করতে থাকে তার চিৎকার শুনে ছুটে আসে জসীমউদ্দীন ।যে গরুটিকে রাস্তার মধ্যে খুঁটি দিয়েছেন ।জসীমউদ্দীন এসে আরিফুল আলম কে জিজ্ঞাসা করেন কি হয়েছে কেন তিনি চিৎকার করছেন। আরিফুল আলম বলছেন গরুটিকে এখান থেকে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু আরিফুল আলম এর এই কথাটি মেনে নিতে পারছেন না জসিম উদ্দিন ।সে বলে এটা রাস্তার মধ্যে দিয়েছি তাতে আপত্তি কিসের ? সেটা জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গেই আরিফুল ইসলাম এবং জসীমউদ্দীনের মধ্যে শুরু হয় দ্বন্দ্ব বিদ্বন্দ্ব। নিজেদের মধ্যে আলোচনা এমনটাই হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত আরিফুল আলম দৌড় দিয়ে গিয়ে কোথায় থেকে একটি ছুরি নিয়ে এসে জসিম উদ্দিনকে এলোপাতাড়ি ছুরি দিয়ে আঘাত করতে থাকে। তার আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যাবে জসীমউদ্দীন। জসীমউদ্দীন মাটিতে পড়ে যাওয়াকে দেখতে পায় তার পার্শবর্তী বাড়িঘরের লোকেরা জসীমউদ্দীনের চিৎকার শুনে ছুটে আসেন এলাকার লোকজন আর অন্যদিকে আরিফুল আলম ঘটনাস্থল থেকে গা ঢাকা দেন। এলাকার লোকেরা খবর দেন বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে ।অগ্নি দফতরের কর্মীরা খবর পেয়ে ছুটে যান রঘুনাথপুর ঘটনাস্থলে। সেখান থেকে জসীমউদ্দীনকে উদ্ধার করে সোজা নিয়ে আসেন বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে ।জসিম উদ্দিনকে হাসপাতালে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে আসেন আরিফুল আলম এর পিতা। ঘটনা বিষয়ে আরিফুল আলম এর পিতার থেকে জানতে গেলে উনি জানান উনার ছেলে একটি উত্তেজিত হয় জসিম উদ্দিনকে ছুরি আঘাত করেন। বর্তমানে জসিম উদ্দিনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল থেকে জিবিতে রেফার করা হয়। অন্যদিকে বিশালগড় থানা থেকে আরিফুল আলম কে গ্রেফতার করার জন্য ছুটে যান বিশালগড় পুলিশ ।জসিম উদ্দিনকে এইভাবে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাতে আহত করার পরিপ্রেক্ষিতে রঘুনাথপুর এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়ে গেছে। এলাকার জনগণের একটি বক্তব্য কি করে আরিফুল আলম এইভাবে একজন লোককে ছুরি দিয়ে আঘাত করতে পারে এ ব্যাপারে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছেন এলাকাবাসী। একটি বুবা পশুকে নিয়ে এভাবে একটু গড়িয়ে যাবে তা এলাকাবাসী কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না। বর্তমানে দেখার বিষয় বিশালগড় থানার পুলিশ কতটুকু এগিয়ে যান।

বিদ্যুৎ লাইনে হাই পাউয়ার লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। বিদ্যুৎ লাইনে হাই পাউয়ার, ব্যবসায়ীদের লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি। ঘটনাটি ঘটে স্বাধীনতা দিবসের দিন গন্ডাছড়া মহকুমায়। জানা যায় এদিন সকাল প্রায় সাড়ে নয়টা নাগাদ হঠাৎ বিদ্যুৎ লাইনে হাই পাউয়ার আসতেই গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতাল চৌমনী এলাকার বেশ কয়েকটি ব্যবসায়ীর দোকান এবং পাশপাশ এলাকার একাধিক বাড়ি ঘরে ফ্রিজ,টিভি,পাকা,জেরক্স মেসিন সহ বেশ কিছু মেসিনারি জিনিস পত্রের ক্ষতি হয়। যার বাজার মূল্য হবে কয়েক লক্ষাধিক টাকা। ব্যবসায়ীরা এই বিষয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকের সাথে দেখা করার জন্য অফিসে ছুটে যায়। কিন্তু এই সময় অফিসে কেউ ছিল না। বাধ্য হয়ে ব্যবসায়ীরা সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের জানান খুব শিঘ্রই বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে তাদের ক্ষতিগ্রস জিনিস গুলো মেরামত করে দিতে হবে। নতুবা আগামীদিনে দপ্তরের বিরোদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন সংঘটিত করার কথা জানান।

খোয়াই আরডি ব্লকের কাজে অগ্রগতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৬ আগস্ট।। খোয়াই আরডি ব্লকের অধীন মধ্য সিঙ্গিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে যে কাজটা বিগত ৭০ বছরে কোন সরকার করে উঠতে পারেনি, সে কাজটা নতুন সরকার মাত্র ২৭ মাসে করে দেখালো। খোয়াই শহর সংলগ্ন গ্রাম গুটিয়াতল। যে গ্রামে বহু গুণী জনের জন্ম। শুধু মাত্র একটা রাস্তা না থাকায় গ্রামের এক তৃতীয়াংশ মানুষ নিজ গ্রাম ছেড়ে অন্য এলাকায় চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন। খোয়াই এর মধ্যে শাক সবজি মাছ দুধ ধান রাবার উৎপাদনে প্রসিদ্ধ এই গুটিয়াতল গ্রামে একটি মাত্র রাস্তার অভাবে জনসংখ্যা দিন দিন কমে আসছে। বিগত জোট আমলে গ্রামে প্রথম বিদ্যুৎ আসে। তাছাড়া গ্রামে কোন উন্নয়নই হয়নি। আরো একটা মজার ঘটনা হলো বিগত ২০১৭ সালে রাস্তার পাশেই একটি সাইন বোর্ড দেখতে পাওয়া যায়। এই সাইনবোর্ডে দেখা যায় ২০১৫ সালে মোট ৬,২৭,৪৪৬ টাকা খরচ করে উক্ত রাস্তা ব্রিক সলিং করা হয়ে গেছে। অথচ বাস্তবে তখন এক কোদাল মাটিও কেউ কাটেনি। কিন্তু নতুন সরকার আসার পর গ্রামের রাস্তায় এই প্রথম ইট বসছে। গুটিয়াতল গ্রামের মানুষের কাছে এ যে কত আনন্দের গ্রামবাসীদের চোখের দিকে তাকালেই তা বুঝা যায়। গ্রামবাসীরা আজ নতুন সরকার এবং তার প্রতিনিধিদের দু”হাত ভরে আশীর্বাদ করছেন।

বিএসএফ’র হানায় আটক গাঁজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ আগস্ট।। মধুপুর থানার পুলিশকে ঘুমে রেখে আবারো বড় ধরনের সাফল্য পেল কমলাসাগর মিয়াপাড়া ৭৪ বাহিনীর বিএসএফ গত তিনদিন পূর্বেও রাধানগর এলাকা থেকে ১ লক্ষ টাকার অধিক শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছেন তার রেশ কাটতে না কাটতেই আবারো বড় ধরনের সাফল্য পেল কমলাসাগর বিএসএফ রবিবার দুপুর বেলা ঘটনার বিবরণে জানা যায় গোপন খবরের ভিত্তিতে কমলাসাগর মিয়াপাড়া ৭৪ বাহিনীর বিএসএফের ত্বদ্রা কমান্ডার কে আই বর্মা , অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডার এবং পার্টি কমান্ডার উৎপেতে বসে থাকে ২০৩৯/১১ ছ.জ্ঞ পিলারের কাছে পরবর্তী সময়ে এক যুবক সেই দিক দিয়ে যাওয়ার সময় বিএসএফকে দেখে সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালায় পরবর্তী সময়ে সেই যুবকের পেছনে ধাওয়া করলে বাংলাদেশি ৫১ হাজার টাকা ফেলে পালিয়ে যায় পরে বিএসএফ সেই টাকা গুলি উদ্ধার করে মিয়াপাড়া ক্যাম্পে নিয়ে আসে প্রাথমিক ধারণা সূত্রে খবর মিয়াপাড়া এলাকার একাংশ যুবক পাচার বাণিজ্যে সক্রিয় হয়ে আছে এবং তারকাটা বেড়া ডিঙিয়ে ও বেড়া কেটে এখনো পাচার বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে যার পরিপ্রেক্ষিতে ৭৪ ছয়ের পাতায় দেখুন

চুরি যাওয়া বাইক ও মোবাইল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মনু থানা এলাকার মন পাথর আউটপোস্ট এর পুলিশ চুরি যাওয়া একটি বাইক এবং মোবাইল ফোন উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। গত কয়েকদিন আগে মনো বনকুল এলাকা থেকে বাইকটি চুরি হয়েছিল। চোরেরা পাচারের জন্য বাইকটি জঙ্গলে লুকিয়ে রেখেছিল। মন পাথর আউটপোস্ট এর পুলিশ সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে হানা দিয়ে বাইক এবং মোবাইল ফোন উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। তবে এই চুরির ঘটনায় কাউকে আটক করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে বাংলাদেশে পাচারের জন্য একটি জঙ্গলে লুকিয়ে রেখেছিল। পুলিশের তৎপরতার ফলে তারা বাইকটি বাংলাদেশে পাচার করতে সক্ষম হয়নি। উল্লেখ্য গত বেশ কিছুদিন ধরেই বাইক চুরির ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। চোরেরা এইসব চুরি করা বাইক সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে পাচার করে চলেছে বলে জানা গেছে।

গাড়ির চাকায় পৃষ্ট মহিলা গ্রেপ্তার চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ আগস্ট।। গত ১৪ তারিখ শুক্রবার যে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছিল সিপাহীজলা ফাস্ট গেইট সংলগ্ন এলাকায়,মৃত্যু হয় পূজা পাল দাস নামে এক মহিলার ।সে সময় পালিয়ে যায় লরির চালক ।যে সময় গাড়ি চাপা দিয়েছিল ঐ সময়ে বিশালগড় থানা হয়ে বিশ্রামগঞ্জ থানা পর্যন্ত যতগুলি ছোট বড় গাড়ি চলেছে সিসি ক্যামার ফুটেজ এ ধরা পরেছে পুজা পাল দাসকে যে লরিটি চাপা দিয়ে পিষে মারলো। রবিবার সকালে মৃতার স্বামী যে গাড়িটি পুজাকে পিষে মেরে চলে গিয়েছিল সেই গাড়িটিকে সনাক্ত করতে পেরেছে ।টিআর ০৩ এফ ১৮২৫ লরির চালক ননীগোপাল দাসকে বিশালগড় থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে ।তার বাড়ি বাধারঘাট ।আগামি কাল আদালতে সোপার্দ ছয়ের পাতায় দেখুন

নাবালিকা ধর্ষণ কান্ডে গ্রেফতার জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। ঊনকোটি জানার কৈলাশহর থানা এলাকার গোলকপুর এডিসি ভিলেজে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনায় জড়িত সিআরপিএফ জওয়ানকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে কৈলাশহর মহিলা থানার পুলিশ। সিআরপিএফ জওয়ানের নাম মান্না কর্মকার। জানা যায় এক নাবালিকা মেয়েকে বিয়ের প্রলোভন দিয়ে মান্না কর্মকার নামে সিআরপিএফের জওয়ান ধর্ষণ করে। নাবালিকা বর্তমানে সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা। নাবালিকার পরিবারের লোকজনরা সামাজিক স্বীকৃতির দাবি জানালে সিআরপিএফ জওয়ান তাকে সামাজিক স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে। ফলে বাধ্য হয়ে অন্তঃসত্ত্বা নাবালিকার পরিবারের তরফ থেকে অভিযুক্ত মান্না কর্মকার এর বিরুদ্ধে কৈলাশহর মহিলা থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়। মহিলা থানার পুলিশ সুনির্দিষ্ট অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযান চালিয়ে ধলাই জেলার ছামনু থানা এলাকা থেকে সিআরপিএফ জওয়ান মান্না

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাবার বাগান থেকে আহরিত মধু বাজারজাতকরণের জন্য উদ্যোগ নিয়েছে সরকার : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ আগস্ট।। দেশ বিদেশে ত্রিপুরার পরিচিতিকে তুলে ধরতে বর্তমান রাজ্য সরকার সর্বোত্তম প্রয়াস নিয়েছে। রাবার বাগান থেকে আহরিত মধু সংগ্রহ করে রাজ্যে তৈরি বিখ্যাত বাঁশের বোতলে তা প্রক্রিয়াকরণের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের মাধ্যমে তা বাজারজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার। এর ফলে দেশ বিদেশের মানুষ এই বাঁশের বোতলের মধু দেখে অনায়াসেই বুঝতে পারবে তা ত্রিপুরার রাবার বাগান থেকে আহরিত মধু। আজ আগরতলার ধলেশ্বরে কেন্দ্রীয় খাদ্য ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন এবং ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদ যৌথ অফিস ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে এ অভিমত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে ফলক উন্মোচন এবং একটি চারা গাছে জল সিঞ্চন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি আরও বলেন, ধূপকাঠির শলা বিদেশ থেকে আমদানির উপর শুল্ক বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ধূপকাঠি শিল্পের সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ী এবং শিল্পীদের মধ্যে। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্যে ধূপকাঠির শলা উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশই বেড়ে চলেছে। আগামী তিন বছরের মধ্যে ধূপকাঠি উৎপাদন প্রায় ৩০ হাজার মেট্রিকটনে পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে ধূপকাঠির শলা উৎপাদনের জন্য ছোটে ছোটে মেশিন সরবরাহ সহ বিনিয়োগ করা হবে। পাশাপাশি ভর্তুকিতে ঋণদানের সুবিধাও থাকবে। এর ফলে রাজ্যে আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আগর গাছের যেসব বিধিনিষেধগুলি আরোপিত ছিলো বর্তমানে সেগুলি তুলে দেওয়া হয়েছে। আগর গাছ থেকে আগর সংগ্রহ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, সারুমে ফেণী নদীর উপর নির্মীয়মান সেতুর কাজ সম্পন্ন হলে চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে কম দূরত্ব অতিক্রম করে স্বল্প পরিবহণ খরচে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে রাজ্যের উৎপাদিত ধূপকাঠি পৌছে দেওয়া সম্ভব হবে। তিনি বলেন, শিল্পের জন্য ত্রিপুরায় সিঙ্গল উইন্ডো অ্যাপ্লভাল বাই অল গভর্নমেন্ট এজেন্সিস অব ত্রিপুরা (এস ডব্লিউ এ এ জি এ টি) চালু করা হয়েছে। এখন থেকে শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন অনুমতি ও ছাড়পত্র এক জাগয়া থেকে অনলাইনে পাওয়া যাবে। শিল্প উদ্যোগীদের সহায়তায় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর এবং ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম থেকে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ ভর্তুকি দেওয়া হতো। বর্তমানে ২৫ শতাংশ বিদ্যুৎ ভর্তুকি দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ত্রিপুরায় যোগাযোগের ছয়ের পাতায় দেখুন

আর্থিক লেনদেনকে কেন্দ্র বচসা, আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। সোনামুড়ার বক্সনগর কলসিমুড়ার এক ব্যক্তিকে আর্থিক লেনদেনের জেরে পিটিয়ে গুরুতর জখম করা হয়েছে। তার বাড়ি থেকে নগদ ৫ হাজার টাকা এবং অন্যান্য জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে গেছে। আহত ব্যক্তির নাম খলিল মিয়া। অভিযুক্তদের নাম ধাম উল্লেখ করে থানায় একটি সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে এসে আহত খলিল মিয়াকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত তাদেরকে আটক করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ। ঘটনার পরপরই অভিযুক্তরা পালিয়ে গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

বাইক দুর্ঘটনায় আহত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। লেফুঙ্গা থানা এলাকার সিপাহীপাড়ায় বাইক দুর্ঘটনায় এক যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। আহত যুবকের নাম মিলন দেববর্মা। জানা যায় বাইক নিয়ে দ্রুত বেগে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মিলন দেববর্মা নামে ওই যুবক।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহত যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। লেফুঙ্গা থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে চালকের ছয়ের পাতায় দেখুন

অবৈধ সম্পর্কের জেড়ে আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। এক মহিলার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে গিয়ে জনতার হাতে ধরা পড়ল খোয়াই থানার গাড়ির চালক। ঘটনা লাল ছড়ার ঘোষপাড়ায়। জানা যায় ওই গাড়ি চালাও প্রতিদিনই লাল ছড়ার ঘোষপাড়ার একটি বাড়িতে যাতায়াত করতো। স্থানীয় বাসিন্দারা বেশকিছুদিন ধরেই তাকে পাকড়াও করার জন্য চেষ্টা করে আসছিলেন। শনিবার তাকে মহিলার সঙ্গে ফস্টিনস্টি করার সময় হাতেনাতে ধরে ফেলেন। তাকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন স্থানীয় জনগণ। স্থানীয়দের অভিযোগ ওই যুবকের এ ধরনের কার্যকলাপের ফলে এলাকার পরিবেশ কলুষিত হচ্ছিল। সে কারণেই তাকে আটক করে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

রবিবার উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা প্রিপেইড ইলেক্ট্রিক্যাল মিটারের উদ্বোধন করেন। ছবি- নিজস্ব।

নিজ উদ্যোগে ননী ফলের বাগান করে সাফল্য যুবকের

।। হারাধন দেবনাথ।। চড়িলাম, ১৬ আগস্ট।। গোলাঘাটির যুবক বাপি ঘোষ নিজ উদ্যোগে ননী ফলের বাগান করেছেন। এই ননী ফল মানব শরীরের জন্য উপকারী ফল। প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ এপিজে আবদুল কালাম ননী চাষ এবং ব্যবহারের জন্য মানুষকে উৎসাহিত করেছিল। বর্তমান ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতেও ননী গাছ রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে ননী চাষের জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন। গোলাঘাটির বাপি ঘোষ ২০১৪ সালে প্রথম ননী চাষ শুরু করেন। বর্তমানে তার তিনটি বাগান রয়েছে। দুটি বাগানে ফল দিচ্ছে। এই ফল থেকে ঔষধ তৈরি করে মানুষের শারীরিক নানান জটিল সমস্যা সমাধান করছেন বাপি। ননী মানব শরীরের কোষকে জীবিত রাখা। রক্ত শুদ্ধ রাখার ক্ষেত্রে তা উপকারী। মৃত কোষকে পুনরুজ্জীবিত করতে ননী সারা বিশ্বে পুষ্টিকারক পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মধুমেহ, রক্তচাপ, কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজম, ক্যান্সার,কজ,কিডনি রোগ,মাসিক সমস্যা, স্থুলতা, পক্ষাঘাত,চুল পড়া,মাথা ও দাঁত ব্যাথা, যক্ষা, চর্মরোগ ইত্যাদি নানা জটিল সমস্যা সমাধান করতে পারে একমাত্র ননী।এছাড়াও শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সংক্রমণের হাত থেকে শরীরকে রক্ষা করে। তাই নোভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে ননী ফল বেশ উপকারী। কার্যত সঞ্জীবনী এই ফল। সুস্থ মানুষও কোষ সচল রাখতে রোজ ননী ব্যবহার করতে। শুক্রবার দুপুরে বাপি তার বাগানে বসেই জানান আরও বাগান করার ইচ্ছে রয়েছে। আর্থিক কারণে বর্তমান বাগানের সঠিক পরিচর্যা সম্ভব হচ্ছে না। এক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা পেলে আরও এগিয়ে যেতে পারবেন বলে জানান সে।একসময় অটো চালিয়ে সংসার প্রতিপালন করতো সে। বর্তমানে শুধু ননীকে কেন্দ্র করে রোজগারের বিকল্প পথ খুঁজে পেয়েছে বাপি। স্থানীয় পঞ্চায়েত মেম্বার সুবোধ দেবনাথ জানান বাপি ঘোষ বেকার যুবক। তার এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে রেগা প্রকল্পে শ্রমিক দিয়ে বাগান তৈরিতে সহায়তা করা হয়েছে। সেচের জন্য সাব মার্সিবল বসানো হবে। প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হবে।

রাজভবন প্রাঙ্গণে গো গ্রিন ইন্ডিয়া অভিযানের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ আগস্ট।। রাজভবন প্রাঙ্গণে আজ সন্ধ্যায় গো গ্রিন ইন্ডিয়া’ অভিযান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল রমেশ বৈস। চারা গাছ রোপেণ করে দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতেই এই অভিযান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। নিফা (এন আই এফ এ এ) এবং যুব বিকাশ কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগ এই বনায়ন কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। যুব বিকাশ কেন্দ্রের সভাপতি, সম্পাদক সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন প্রজাতির চারা গাছ রোপেণ করা হয় রাজভবন প্রাঙ্গণে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।